ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# সেবা খাতে দুর্নীতি
# জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

## সার-সংক্ষেপ

**২৮ ডিসেম্বর ২০১২**

# সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২

**গবেষণা উপদেষ্টা**
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
*চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি*

ইফতেখারুজ্জামান
*নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি*

**বিশেষজ্ঞ দল**
অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়*
অধ্যাপক ড. এম কবির, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বাবদ্যালয়*
অধ্যাপক সালাহউদ্দীন এম আমিনুজ্জামান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক পিকে মো. মতিউর রহমান, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়ব, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
অধ্যাপক সৈয়দ সাদ আন্দালিব, *পেন-স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র*

**গবেষণা তত্ত্বাবধান**
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
*পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

**গবেষণা সমন্বয়কারী**
শাহজাদা এম আকরাম
*সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

**গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন**
মো. ওয়াহিদ আলম, সাধন কুমার দাস, মো. রেযাউল করিম, দিপু রায়, তাসলিমা আকতার, এস এম মনজুর-ই-খোদা, শাম্মী লায়লা ইসলাম, জুলিয়েট রোজেটি, ফারহানা রহমান, মো. শাহ্নূর রহমান, নাহিদ শারমীন, রুমানা শারমিন, ফাতেমা আফরোজ, মোরশেদা আক্তার, মোহাম্মদ নূরে আলম, নীনা শামসুন নাহার, মোহাম্মদ হোসেন, শাহজাদা এম আকরাম

**তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ**
ফারহানা রহমান
মোহাম্মদ নূরে আলম

**বিশেষ সহযোগিতা**
হাবিবুর রহমান, কবীর আহমেদ
রবিউল ইসলাম, নাজমুল হুদা মিনা, আলী হোসেন

**সম্পাদনা**
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, শাহজাদা এম আকরাম, সাদিদ আহমেদ নূরেমওলা

**© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ**

**ডিসেম্বর ২০১২**

**যোগাযোগ**
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

# সূচিপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| *মুখবন্ধ* | *৪* |
| *গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা* | *৬* |
| **১. প্রেক্ষাপট** | **৮** |
| ১.১ জরিপের যৌক্তিকতা | ৮ |
| ১.২ জরিপের উদ্দেশ্য | ৮ |
| ১.৩ জরিপের আওতা | ৮ |
| ১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন | ৯ |
| ১.৫ জরিপের সময়কাল | ১০ |
| ১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ | ১০ |
| ১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ | ১১ |
| **২. সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র** | **১১** |
| ২.১ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ | ১১ |
| ২.২ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ | ১২ |
| ২.৩ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি, ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য | ১৩ |
| ২.৪ ২০১২ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১০-এর খানা জরিপের তুলনা | ১৫ |
| **৩. খাতওয়ারি দুর্নীতি** | **১৫** |
| ৩.১ শ্রম অভিবাসন | ১৫ |
| ৩.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা | ১৬ |
| ৩.৩ ভূমি প্রশাসন | ১৭ |
| ৩.৪ বিচারিক সেবা | ১৮ |
| ৩.৫ স্বাস্থ্য | ২০ |
| ৩.৬ শিক্ষা | ২১ |
| ৩.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | ২২ |
| ৩.৮ কৃষি | ২৩ |
| ৩.৯ বিদ্যুৎ | ২৪ |
| ৩.১০ কর ও শুল্ক | ২৬ |
| ৩.১১ ব্যাংকিং | ২৬ |
| ৩.১২ বীমা | ২৭ |
| ৩.১৩ এনজিও | ২৭ |
| ৩.১৪ অন্যান্য খাত | ২৮ |
| **৪. সুপারিশ** | **৩০** |
| পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস | ৩২ |
| পরিশিষ্ট ২: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার | ৩২ |
| পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার | ৩৩ |
| পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার শতকরা হার | ৩৩ |
| পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানাগুলোর প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ | ৩৪ |
| পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির হার (%) | ৩৪ |
| পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন | ৩৪ |

# মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কাজ করছে। টিআইবি এ উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা, নাগরিক সম্পৃক্ততা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের জন্য 'দুর্নীতি বিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ' পরিচালিত হয়। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণ বিভিন্ন সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির শিকার হয় তার ধরন, ব্যাপকতা ও মাত্রা নির্ধারণ করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়। এই জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য সরকার, নীতি-নির্ধারক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেন তারা জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ওপর ভিত্তি করে টিআইবি প্রণীত সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, এই খানা জরিপের সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর বার্লিনভিত্তিক সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকের কোনো সম্পর্ক নেই। উক্ত সূচকে এই জরিপসহ টিআইবি পরিচালিত অন্য কোনো গবেষণা বা জরিপের তথ্য বিবেচিত হয় না। আরও দুটি মৌলিক পার্থক্য উল্লেখযোগ্য - প্রথমত নামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধারণাসূচকটি মূলত প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপকতার ধারণার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে টিআইবি পরিচালিত এই খানা জরিপ কোনো প্রকার ধারণা বা মতামত-নির্ভর জরিপ নয়। বরং এতে তথ্যদাতাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত সেবা খাতে দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয়ত, এ জরিপে নির্ধারিত সেবা খাতে সেবাগ্রহীতা সেবা প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে সেবা প্রদানকারীর কাছে ঘুষসহ যে ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হন তার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে দুর্নীতির ধারণাসূচকে মূলত জাতীয় পর্যায়ে বড় ধরনের দুর্নীতির প্রকোপ বা ব্যাপকতার ধারণা-নির্ভর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়।

টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত ছয়টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে। এবারের জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায় বাংলাদেশের ৬৩.৭% খানা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনোভাবে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই খাতগুলোর মধ্যে শ্রম অভিবাসন এবার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত (৭৭%); এর পরেই রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%), ভূমি প্রশাসন (৫৯%), বিচারিক সেবা (৫৭.১%), স্বাস্থ্য (৪০.২%), শিক্ষা (৪০.১%), ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (৩০.৯%)। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে দুর্নীতির মাত্রা গ্রামাঞ্চলে বেশি, যা এ সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতার উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিফলন। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কৃত প্রাক্কলনে দেখা যায় বাংলাদেশের খানাগুলো জরিপকৃত সেবা খাতে বছরে প্রায় ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের ১৩.৬% এবং জিডিপি'র ২.৪%। বাংলাদেশে ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পেছনে খানাপ্রতি বার্ষিক গড় ব্যয়ের ৪.৮% খরচ হয়, তবে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য দুর্নীতির প্রভাব তুলনামূলকভাবে বেশি (মোট ব্যয়ের ৫.৫%),পক্ষান্তরে ধনীদের জন্যে তা তুলনামূলক কম (মোট ব্যয়ের ১.৩.%)। অর্থাৎ এই বিপুল ক্ষতির বোঝা আপেক্ষিক অর্থে দরিদ্র জনগণের ওপরেই বেশি।

তবে আশার কথা, খানা জরিপ সিরিজের এর আগে সর্বশেষ অর্থাৎ ২০১০ এর তুলনায় এবারের জরিপের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সার্বিকভাবে অধিকাংশ খাতেই দুর্নীতি কমেছে দেখা যায়। সার্বিক বিবেচনায় যেখানে ২০১০ সালে উত্তরদাতাদের ৮৪.২% কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছিল, এবারের জরিপ অনুযায়ী একই নির্দেশকের ভিত্তিতে এর হার ৫৫.৮%। খাতওয়ারি বিবেচনায়ও স্বাস্থ্য এবং 'অন্যান্য' খাত ছাড়া আর সব খাতেই দুর্নীতির ব্যাপকতার হার কমেছে।

যেসব কারণে সেবা খাতে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে বলে অনুমান করা যায় তার মধ্যে রয়েছে জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, কোনো কোনো সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধমে সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ, কোনো কোনো স্থানীয় সরকার পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং সর্বোপরি নাগরিক সমাজ, এনজিও ও গণমাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী সক্রিয় প্রচারণার ফলে সার্বিকভাবে জনসচেতনতা ও দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান গ্রহণের সুযোগ।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাস একটি শুভ সংকেত হলেও আত্মসন্তুষ্টির খুব সামান্যই অবকাশ রয়েছে। লক্ষণীয় যে, সুশাসন ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অপরিহার্য যে খাতগুলো, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, ভূমি প্রশাসন, বিচারিক সেবা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্থানীয় সরকারের মত খাতে দুর্নীতির ফলে মানুষের হয়রানির অভিজ্ঞতা এখনো সবচেয়ে বেশি। তাই ব্যষ্টিক পর্যায়ে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হ্রাসের প্রবণতাকে এগিয়ে নিতে আইনের বাস্তব, প্রভাবমুক্ত ও কঠোর প্রয়োগ এবং তথ্যের অভিগম্যতা বৃদ্ধিসহ সকল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পদক্ষেপকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে সার্বিকভাবে দুর্নীতি হ্রাসের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিশেষ করে বড় ধরনের দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণে যেরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। দুর্নীতি যে পর্যায়েই হোক আর এর সাথে সম্পৃক্ততা যারই থাকুক না কেন, কারও প্রতি করুণা বা ভয় না করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রগতি ও তা ধরে রাখা অসম্ভব হবে।

এই জরিপ টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সহকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তবে অন্যান্য বিভাগের অনেক সদস্যও গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত, পরামর্শ ও সমালোচনার মাধ্যমে গবেষকদের সহযোগিতা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি এই গবেষণার জন্য সাময়িকভাবে নিয়োজিত ৯১ জন তথ্য সংগ্রহকারীর অবদান। তাদের অক্লান্ত ও অদম্য পরিশ্রমের ফলেই জরিপের কাজটি সফলভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে।

এই জরিপের বৈজ্ঞানিক মান ও পদ্ধতিগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সাথে কাজ করেছেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ প্যানেল, যার মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক কাজী সালেহ আহমেদ, অধ্যাপক এম. কবির, অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান, অধ্যাপক পি কে মো. মতিউর রহমান এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ শোয়ায়ব। তাছাড়া জরিপের পরিকল্পনা পর্যায়ে পদ্ধতিগত বিষয়ে বিশেষ পরামর্শ দিয়েছেন ড. সাদ আন্দালিব। তাঁদের সুচিন্তিত নির্দেশনা, পরামর্শ ও মতামত জরিপ পদ্ধতি ও তথ্য বিশ্লেষণে সর্বোচ্চ নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। আমি তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই জরিপ সম্পন্ন করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না।

আমরা আশা করছি সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডার জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল ও উপস্থাপিত সুপারিশমালা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন। টিআইবি সংশ্লিষ্ট সকলের যে কোনো ধরনের সুচিন্তিত ও গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শকে স্বাগত জানাবে।

**ইফতেখারুজ্জামান**
নির্বাহী পরিচালক

## গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

**খানা** একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানা প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে 'খানা' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জরিপে একটি খানায় কমপক্ষে ছয় মাস ধরে বসবাস করেছেন এমন ব্যক্তিকে ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

**দুর্নীতি** এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। এক্ষেত্রে ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় বা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদত্ত ঘুষ, প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং আত্মসাৎকৃত অর্থকে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ বলতে জণগণের অর্থ বা সম্পদ অন্যায়ভাবে কিংবা আইন-বহির্ভূত উপায়ে নিজের আয়ত্ত বা হস্তগত করাকে বোঝানো হয়েছে।

**সেবা** সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের আবশ্যিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন বা বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফি কিংবা ফি ছাড়া যে বস্তুগত বা অবস্তুগত কর্তব্য ও দায়িত্ব পরিবেশন করে।

**সেবা খাত** জনগণের চাহিদা ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরাসরি নাগরিক সুবিধা প্রদান করে এমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ জরিপে সেবা খাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

**স্বাস্থ্য** কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা এই খাতে অন্তর্ভুক্ত।

**শিক্ষা:** বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) হতে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে ভর্তি, বেতন, পরীক্ষার ফি, পরীক্ষার নিবন্ধন, বই বিতরণ, উপবৃত্তি ও বিবিধ অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সেবাগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

**স্থানীয় সরকার** ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের জনসংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন জন্ম নিবন্ধন সনদ, মৃত্যু নিবন্ধন সনদ, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি, বিচার ও সালিশ, হোল্ডিং কর নির্ধারণ ও প্রদান, ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা এবং অন্যান্য সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

**আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা** অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হিসেবে থানা পুলিশ, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ট্রাফিক পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, ডিটেক্টিভ ব্রাঞ্চ বা সিআইডি এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

**বিচারিক সেবা** বিচারিক সেবা বলতে একজন বিচারপ্রার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা পরিচালনার জন্য, মামলা পরিচালনার বা পরিচালনায় সহায়তার সাথে জড়িত বা বিচারকার্য পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তার সাথে জড়িত সরকারি-বেসরকারি ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে যে সেবা গ্রহণ করে তাকে বোঝানো হয়েছে।

**ভূমি প্রশাসন** ভূমি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেমন জেলা প্রশাসক/জেলা রেজিস্ট্রার কার্যালয়ের রেকর্ড অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে প্রদত্ত সব ধরনের সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

**শ্রম অভিবাসন** কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া সেবা বোঝানো হয়েছে। এখানে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার হচ্ছে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), রিক্রুটিং এজেন্ট, বোয়েসেল, এবং পরিবারের সদস্য, আত্মীয়, বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি ও দালাল যারা শ্রম অভিবাসনের প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত থাকে।

**কৃষি** সার ও বীজ সরবরাহ, সরকারি ভর্তুকি, কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনীসহ অন্যান্য উপকরণের জন্য সরকার প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে।

**কর ও শুল্ক** ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর আওতায় আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক প্রদানের ক্ষেত্রে খানা কর্তৃক টিআইএন (TIN) রেজিস্ট্রেশন, ভ্যাট (Business Identification Number – BIN) রেজিস্ট্রেশন, আয়কর নির্ধারণ, আমদানিকৃত পণ্যের শুল্ক, ভ্রমণ কর, স্থলবন্দর ও বিমানবন্দরে পণ্যের শুল্ক, ডাক শুল্ক সংক্রান্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে। সেবাগ্রহণকারীর পর্যায় বলতে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে সেবাগ্রহীতার ধরনকে বোঝানো হয়েছে।

**ব্যাংকিং** সরকারি তফসিলি এবং বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক এবং বহুজাতিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত চলতি ও সঞ্চয়ী হিসাবরক্ষণ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণ, বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ গ্রহণ, হিসাব/এলসি খোলা, রেমিট্যান্স উত্তোলন, পে/মানি অর্ডার, কৃষি ঋণ, বয়স্কভাতা/ পেনশনের টাকা উত্তোলন এবং অন্যান্য সেবাকে বিবেচনা করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| **বীমা** | সরকারি এবং বেসরকারি সব ধরনের বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, সঞ্চয় বীমা, আগুন এবং দুর্ঘটনা বীমা, অবসর বীমা, মোটরযান বীমা, লোকবীমা, গণবীমা প্রভৃতি সেবাকে বোঝানো হয়েছে। |
| **বিদ্যুৎ** | বিদ্যুৎ বিতরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পিডিবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, ওয়েস্টজোন পাওয়ার কোম্পানির গ্রাহক সেবাকে বোঝানো হয়েছে। |
| **ওয়াসা** | ভোক্তাদের দিক হতে বিভিন্ন ওয়াসার পানি সংক্রান্ত সেবা, যেমন নতুন সংযোগ ও পুনঃসংযোগ দান, মিটার/পাইপ বা যন্ত্রাংশ রক্ষণাবেক্ষণ-পরিবর্তন ও ক্রয় সংক্রান্ত সেবা প্রদান, চাহিদামাফিক পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি সরবরাহ, মিটার রিডিং ও বিল সংক্রান্ত সেবা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে। |
| **এনজিও** | উন্নয়ন বা সেবামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত বেসরকারি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের এনজিও'র সেবা বোঝানো হয়েছে। কার্যক্রমের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এই খাতের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। |
| **অন্যান্য** | সুনির্দিষ্ট **১৩**টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। বিআরটিএ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, পেনশন, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, এমএলএম প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অন্যান্য খাতের অন্তর্ভুক্ত। |

## ১. প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি দেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। গণমাধ্যমসহ সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন আলোচনা ও উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে দুর্নীতি। রাষ্ট্রীয় নীতিমালা বিশেষ করে দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্রে (পিআরএসপি) দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, আইনের প্রয়োগ ও শাসন ব্যবস্থাকে দরিদ্রদের জন্য উপযোগী করে তোলার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষ করে ক্ষমতাসীন সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বিষয় ছিল দুর্নীতিকে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার দৃঢ় অঙ্গীকার।

রাষ্ট্রীয় ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি ঘটতে পারে। নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে রাজনীতি, প্রশাসন ও বেসরকারি খাতের প্রভাবশালীদের যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থের অবৈধ লেনদেন ঘটে যার প্রভাব সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক পরিসরে ব্যাপক। অন্যদিকে বিভিন্ন সেবামূলক খাতে সেবাগ্রহীতার ন্যায্য সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সেবাদাতা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়সহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের শিকার হতে হয়, যেখানে সাধারণত ছোট অংকের অর্থ বিনিময় হয়। এ ধরনের দুর্নীতির প্রভাব সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে, ব্যষ্টিক পর্যায়ে তাদের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। সেবা খাতে সাধারণ মানুষের দুর্নীতির এই অভিজ্ঞতাই হচ্ছে আমাদের খানা জরিপের ক্ষেত্র।

২০১১ এর মে থেকে শুরু করে ২০১২ এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয়েছে, তা তুলে ধরা হয়েছে এই জরিপের মাধ্যমে। এই প্রতিবেদনে সেবা খাতে ২০১২ এর সার্বিক দুর্নীতির পাশাপাশি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ২০১০ এর সাথে একটি তুলনামূলক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে।

### ১.১ জরিপের যৌক্তিকতা

১৯৯৭ সাল থেকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ নিয়মিত দুর্নীতি বিষয়ক খানা জরিপ পরিচালনা করে আসছে। খানা জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে ব্যাপক দুর্নীতির শিকার হয় তার একটি বাস্তব চিত্র উঠে আসে। দুর্নীতি মানব উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক সমতার অন্তরায় - এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতির ওপর খানাভিত্তিক জরিপ দুর্নীতির মাত্রা ও প্রকৃতি নিরূপণ করার মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মানবাধিকার কমিশন গঠন, বিচার বিভাগের পৃথককরণ প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার আইন, তথ্যদাতা সুরক্ষা আইন অনুমোদন করে। এসব উদ্যোগ দুর্নীতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি অব্যাহত থাকায় দেশের সামগ্রিক সেবা খাতের উৎকর্ষ অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। এ জরিপ বর্তমান সরকার ও ক্ষমতাসীন জোটের দুর্নীতিবিরোধী অঙ্গীকার ও কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে। এছাড়াও বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি অনুযায়ী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে এই জরিপের ফলাফল সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জনগণকে দুর্নীতি বিষয়ে সচেতন করতে এবং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমকে সহায়ত করবে।

### ১.২ জরিপের উদ্দেশ্য

জরিপের মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সেবা খাতে খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল -

- বিভিন্ন সেবামূলক খাত বা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলোর কত ভাগ দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে তা নির্ণয় করা;
- খানাগুলো বিভিন্ন খাত ও উপখাতে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; এবং
- দুর্নীতি প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

### ১.৩ জরিপের আওতা

এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে 'ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার'। জরিপে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়া (ঘুষ নেওয়া বা ঘুষ দিতে বাধ্য করা) ছাড়াও অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই জরিপে ১৩টি সেবা খাতের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব খাত মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। খাতগুলো হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি প্রশাসন, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বীমা, কর ও শুল্ক, শ্রম অভিবাসন এবং এনজিও। উপরোক্ত খাতগুলোর বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও উপখাতে খানার অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য প্রশ্নপত্রে আলাদা একটি অংশ সংযোজন করা হয়। বর্তমান জরিপে প্রাপ্ত তথ্য হতে এ ধরনের অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পেনশন, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সেবা, পাসপোর্ট, বিটিসিএল, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে, ওয়াসা, বিআরটিএ ইত্যাদি। উল্লেখ্য, অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত সেবাগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি প্রকৃতপক্ষে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সেবা খাতে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তথ্যদাতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

### ১.৪ জরিপ পদ্ধতি ও নমুনায়ন

এই জরিপে সারাদেশে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে Three Stage Stratified Systematic Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রণীত Integrated Multi-Purpose Sampling Frame (IMPS) ব্যবহার করা হয়। জরিপে নিম্নের সূত্রের মাধ্যমে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়।[১]

$$n = \frac{p(1-p)z^2 * \text{design effect}}{e^2}$$

এখানে,
n= নমুনার আকার
p= ঘুষ দেয়া খানার হারের অনুপাত
z= Sample Variate যার মান ৯৫% confidence interval-এ ১.৯৬
e= Margin of error[২]

প্রথমে পল্লি এলাকায় ৬০% এবং নগর[৩] এলাকায় ৪০% নমুনা ধরে বিভিন্ন স্তরে খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত স্তরের (strata) মোট খানাকে Square Root transformation করে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়েছে। IMPS এর ১,০০০ Primary Sampling Unit (PSU) থেকে সারা দেশের ৬৪টি জেলার ৩৫০টি পিএসইউ-এর গ্রাম বা মহল্লা বাছাই করা হয়, যার মধ্যে ২১০টি পল্লি এবং ১৪০টি নগর এলাকায় অবস্থিত। এই ৩৫০টি পিএসইউ সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা ১৮টি স্তরে অবস্থিত[৪] এবং সেখান থেকে খানা নির্বাচন করা হয় (পরিশিষ্ট ১)। নমুনায়নের ক্ষেত্রে Non-response ১০% বিবেচনায় রেখে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ২২টি করে খানা, পৌরসভা এলাকায় ২৩টি করে খানা এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ২৫টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এর ভিত্তিতে সমন্বয়কৃত (adjusted) নমুনার আকার হয় ৭,৯০৬।[৫]

**সারণি ১: সমন্বয়ের মাধ্যমে নমুনায় বিভাগ ভেদে জরিপকৃত খানার বিন্যাস**

| বিভাগ | ইউনিয়ন পরিষদ | পৌর/ সিটি কর্পোরেশন[৬] | এসএমএ | সার্বিক |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৯৯১ | ৪৩৭ | ৫৬৮ | ১,৯৯৬ |
| চট্টগ্রাম | ৭৪৮ | ৩২২ | ৩৪৭ | ১,৪১৭ |
| রাজশাহী | ৭২৮ | ২৫৪ | ১৪২ | ১,১২৪ |
| খুলনা | ৬৩৮ | ২৭৯ | ২৪৪ | ১,১৬১ |
| বরিশাল | ৪৮৫ | ২০৭ | - | ৬৯২ |
| রংপুর | ৫৯৪ | ২৯৯ | - | ৮৯৩ |
| সিলেট | ৪৪০ | ১৮৩ | - | ৬২৩ |
| **মোট খানা** | **৪,৬২৪** | **১,৯৮১** | **১,৩০১** | **৭,৯০৬** |

[১] ২০১০ সালের জরিপে ঘুষ প্রদানকারী খানার হার ছিল ৭১.৯% এবং SE ছিল ১.৩ এবং design effect ১.৫৩। সে হিসেবে সূত্রের মাধ্যমে নমুনার আকার ৭,০০০ নির্ধারণ করা হয়।
[২] পূর্বের জরিপ হতে প্রাপ্ত SE বর্তমান গবেষণায় Margin of error হিসেবে ধরা হয়।
[৩] Statistical Metropolitan Area (SMA) এবং অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।
[৪] ২০০১ সালে প্রণীত IMPS ১৬টি স্তরে বিভক্ত হলেও রাজশাহী বিভাগ থেকে রংপুর বিভাগ বিভক্ত হওয়ায় নতুন বিভাগের জন্য রাজশাহী বিভাগের পূর্বের দুইটি স্তরকে ভেঙ্গে রংপুর বিভাগের জন্য পৃথক দুটি স্তর করা হয়েছে।
[৫] নমুনায় ২০টি করে খানা নির্বাচনের কথা থাকলেও Non-response বিবেচনা করে ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় দুইটি বেশি, পৌরসভা এলাকায় তিনটি বেশি এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাঁচটি বেশি খানা জরিপের জন্য সমন্বয় করা হয়েছে।
[৬] Statistical Metropolitan Area (SMA) বাদে অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত মোট খানার সংখ্যা ৭,৯০৬, তার মধ্যে ৭,৫৫৪টি (৯৫.৫%) খানায় জরিপ করা সম্ভব হয়। বাকি ৩৫২টি (৪.৫%) খানা নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিত থাকা (৩.২%, ২৫৭টি খানা) বা তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় (১.৩%, ৯৫টি খানা) জরিপ করা সম্ভব হয়নি। জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৭,৯০৬টি খানার মধ্যে ৪,৬২৪টি খানা (৫৮.৫%) পল্লি এবং ৩,২৮২টি খানা (৪১.৫%) নগর এলাকায় অবস্থিত।

জরিপের খানা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়:

১. প্রথম পর্যায়ে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রতিটি স্তর থেকে পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা নির্বাচন করা হয়।
২. দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি পিএসইউ-সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা মহল্লা কয়েকটি segment-এ ভাগ করে একটি segment দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত segment-এর উত্তর-পশ্চিম কোণের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু বা landmark হতে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে ১০০ খানার তালিকা (লিস্টিং) করা হয়। যেসব গ্রাম বা মহল্লায় খানার সংখ্যা ১০০-এর কম সেসব ক্ষেত্রে ঐ নির্দিষ্ট গ্রাম বা মহল্লার পার্শ্ববর্তী গ্রাম বা মহল্লা (একই মৌজায় অবস্থিত) থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা যোগ করে ১০০ খানার তালিকা সম্পন্ন করা হয়।
৩. তৃতীয় পর্যায়ে তালিকা থেকে Systematic Sampling পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিটি পিএসইউ থেকে জরিপের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা হলে ২২টি, পৌরসভা এলাকা হলে ২৩টি ও সিটি কর্পোরেশন এলাকা হলে ২৫টি করে খানা নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচিত খানাগুলো হতেই একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে জরিপের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

### ১.৫ জরিপের সময়কাল

এই খানা জরিপ ২০১২ সালের ১৫ মে থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সময়ে ৬৪টি জেলায় পরিচালিত হয়। নির্বাচিত খানাগুলো ২০১১ এর মে থেকে ২০১২ এর এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা গ্রহণের সময় যেসব দুর্নীতি ও হয়রানির সম্মুখীন হয়েছে তার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

### ১.৬ জরিপ ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

এই খানা জরিপ ৯১ জন তথ্য সংগ্রহকারীর সমন্বয়ে গঠিত মোট ১৩টি তথ্য সংগ্রহকারী দলের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। একজন তত্ত্বাবধায়ক ও ছয়জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়ে গঠিত প্রতিটি দল ৪-৭টি জেলায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত খানাগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিটি খানায় একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রধানত খানাপ্রধানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তিনবার পরিদর্শনের পরও খানা-প্রধানকে পাওয়া না গেলে তথ্য প্রদানে সক্ষম খানার অন্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যিনি খানার সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা রাখেন বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে জড়িত তার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহকারী ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কমপক্ষে স্নাতক। তথ্য সংগ্রহকারীদের ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষেত্রে দুই বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং জরিপ সংক্রান্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল বাধ্যতামূলক। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগকৃতদের চার দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশ্নপত্রে খাতওয়ারি কী কী প্রশ্ন রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিকভাবে তথ্য পূরণ করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা ধারণা দেন। পরবর্তী পর্যায়ে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে খসড়া প্রশ্নপত্র নিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় ফিল্ড টেস্ট করানো হয়। ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মাধ্যমে প্রশ্নপত্রটিকে পরিমার্জিত করা হয় এবং জরিপ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের খুঁটিনাটি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়। খসড়া প্রশ্নমালা ফিল্ড টেস্ট এবং টিআইবি'র গবেষক ও পরামর্শক দলের পর্যালোচনার পর তা চূড়ান্ত করে জরিপে ব্যবহার করা হয়।

জরিপের সময় তথ্যসংগ্রহকারী প্রতিটি দলের প্রশ্নপত্র পূরণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণের জন্য টিআইবি'র স্থায়ী গবেষণা দলের একজন করে গবেষক নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়করা নিজ দলের তথ্য সংগ্রহ ও সার্বিক কর্মকাণ্ড তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ করে। টিআইবি'র গবেষক ও তত্ত্বাবধায়করা দৈবচয়ন ভিত্তিতে বাছাই করে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের ২৯.২% বিভিন্নভাবে যাচাই করে (অ্যাকম্পানি চেক ৩৩.৭%, ব্যাক চেক ৩৩.৬%, স্পট চেক ২৯.৭%, টেলিফোন চেক ৫.১%)। যাচাইয়ে কোনো অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নপ্রত্রে ঠিক করা হয়।

জরিপের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবি'র নিজস্ব স্থায়ী গবেষণা দলের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া জরিপ পদ্ধতি ও প্রশ্নমালা তৈরিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞ গবেষকের সমন্বয়ে গঠিত একটি পরামর্শক দলের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

### ১.৭ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মধ্যে মূল কাজ ছিল পূরণকৃত প্রশ্নমালার বিভিন্ন অসামঞ্জস্য দূর করা। মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছে এমন দশজন তথ্যসংগ্রহকারীকে প্রশ্নমালা এডিটিং এবং রি-কোডিং এর কাজে নিয়োজিত করা হয়। এই দলটি ৭,৯০৬টি প্রশ্নমালা হতে সব ধরনের অসামঞ্জস্য দূর করে। এরপর পাঁচজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারে উপাত্ত সন্নিবেশিত করা হয়। এন্ট্রি সম্পন্ন হওয়ার পর ডাটাবেজ হতে প্রাপ্ত উপাত্ত যাচাই করা হয় এবং খাতভিত্তিক ১০-৩০% প্রশ্নপত্র যাচাই করা হয়।

অবশেষে তথ্য বিশ্লেষক সফটওয়্যার ব্যবহার করে উপাত্ত হতে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। এটি একটি design based survey বিধায় প্রতিটি ধাপে বা পর্যায়ে খানাগুলোর নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বের করে চূড়ান্ত প্রাক্কলন বা মান নিরূপণ করার জন্য ভর (weight) ব্যবহার করা হয়[৭]। বিশ্লেষণের সময় মূলত বিভিন্ন সূচক এবং চলকের শতকরা হার ও গড় নির্ণয় করা হয়েছে। জরিপে উল্লিখিত সেবা নেওয়ার সময়ে বাংলাদেশের সবগুলো খানার মোট ঘুষের পরিমাণ প্রাক্কলন করা হয়েছে।[৮] তাছাড়া প্রাক্কলনসমূহের নির্ভরযোগ্যতা (reliability) যাচাইয়ের জন্য খাতভিত্তিক Standard Error (SE)[৯]-এর মান বের করা হয়।[১০]

## ২. সেবা খাতে দুর্নীতি ও অনিয়মের সার্বিক চিত্র

২০১২ এর খানা জরিপে দেখা যায় সারা দেশে জরিপকৃত খানাগুলোর ৯৯.৭% কোনো না কোনো খাত হতে সেবা নিয়েছে, এবং সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৩.৭% সেবা নিতে গিয়ে কোনো না কোনো দুর্নীতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে (পরিশিষ্ট ৩)। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা ছিল সর্বাধিক। যেসব খানা এ খাত থেকে সেবা নিয়েছে তাদের ৭৭% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। দুর্নীতির মাত্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (৭৫.৮%) ও ভূমি প্রশাসন (৫৯.০%)। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৪০.১% ও ৪০.২% দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়।

**চিত্র ১: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির ও অনিয়মের শিকার হওয়া খানার হার (%)**

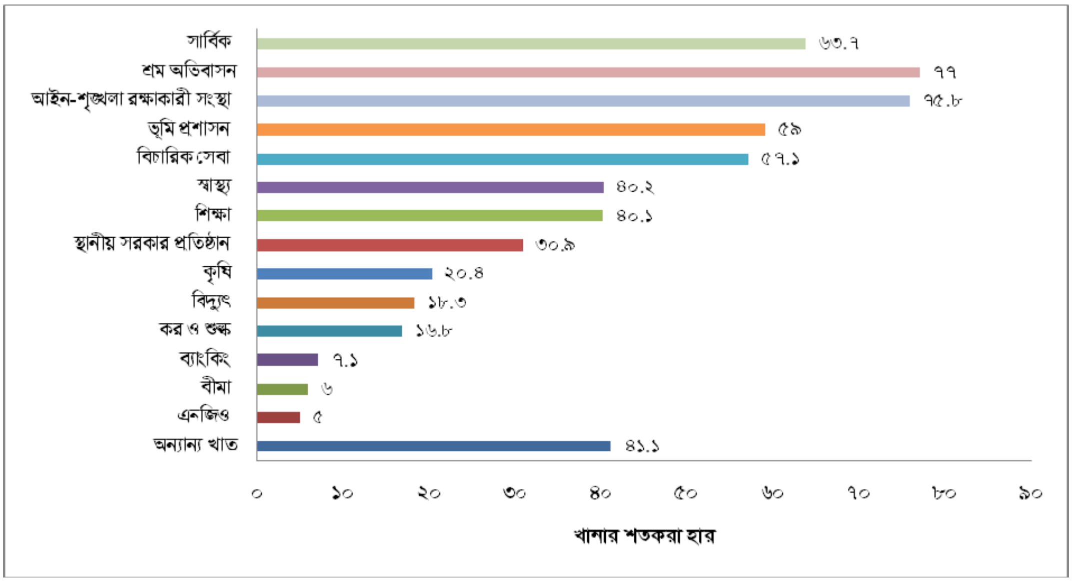


### ২.১ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

বাংলাদেশে সেবা খাতে সংঘটিত দুর্নীতিগুলোর মধ্যে নিয়ম–বহির্ভূতভাবে অর্থ দেওয়া অন্যতম। দেখা যায় সার্বিকভাবে সেবা খাতগুলো থেকে সেবা নেওয়া খানাগুলোর ৫৩.৩% নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিয়েছে (সারণি ২)।

---

[৭] weight=1/p, যেখানে p=p1*p2*p3; p1=probability of selecting a PSU under a domain, p2=Selection probability of a block, p3=selection probability of a household in a block। পরবর্তীতে বিশ্লেষণের সময় খানাগুলোকে ভর দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়।

[৮] প্রথমে ভর দিয়ে খানাপ্রতি গড় ঘুষ প্রাক্কলন করা হয় এবং গড় ঘুষকে মোট খানা দিয়ে গুণ করা হয়। সর্বশেষ পর্যায়ে মিথষ্ক্রিয়ার অনুপাত দিয়ে গুণ করে মোট ঘুষ প্রাক্কলন করা হয়।

[৯] সমগ্র population থেকে তথ্য নিয়ে proportion বের করা হলে তা প্রকৃত মান প্রকাশ করে। কিন্তু population থেকে প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনায়ন করায় প্রাপ্ত proportion-এর একটি আনুমানিক মান পাওয়া যায় যা প্রকৃত মান থেকে কম-বেশি হতে পারে। নমুনা থেকে প্রাপ্ত এই আনুমানিক পার্থক্য পরিসংখ্যানের পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয় যা SE নামে পরিচিত।

[১০] খাতভিত্তিক নমুনা এবং SE পরিশিষ্টে দেখানো হল।

**সারণি ২: বিভিন্ন সেবা খাতে ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ**

| সেবা খাত | নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%) | নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|---|
| শ্রম অভিবাসন | ৭৭.০ | ১,৯৯,৬৭৬ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা | ৬৬.৯ | ৭,০৮০ |
| ভূমি প্রশাসন | ৫৪.৮ | ৭,৮০৭ |
| বিচারিক সেবা | ৩৮.১ | ১১,৭১১ |
| শিক্ষা | ৩০.৭ | ১০০ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | ২৫.৫ | ৩৯৬ |
| স্বাস্থ্য | ২১.৫ | ২৫৮ |
| কৃষি | ১৬.২ | ২৪৫ |
| কর ও শুল্ক | ১২.৪ | ৩,৪৮২ |
| বিদ্যুৎ | ১২.০ | ১,৭২৫ |
| ব্যাংকিং | ৪.৯ | ২,৩১৮ |
| বীমা | ৩.২ | ৯,২২২ |
| এনজিও | ১.৬ | ৮৩১ |
| অন্যান্য | ৩৪.০ | ১০,১৯৩ |
| **সার্বিক** | **৫৩.৩** | **১৩,০৮৪** |

আরও দেখা যায়, শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো সর্বাধিক হারে (৭৭.০%) নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং ভূমি প্রশাসন, যেখানে সেবাগ্রহীতা খানার যথাক্রমে ৬৬.৯% ও ৫৪.৮% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।

জরিপের বিবেচ্য সময়ে সেবাগ্রহীতা খানাগুলোকে সার্বিকভাবে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের সময় গড়ে ১৩,০৮৪ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে। এর পরিমাণ শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক, যেখানে গড়ে ১,৯৯,৬৭৬ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে।[১১] বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে খানাগুলো গড়ে ১১,৭১১ ও বীমা খাতে ৯,২২২ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ সেবা খাতে যথাক্রমে গড়ে ২৫৮ ও ১০০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিয়েছে।

## ২.২ জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ

২০১১ সালের আদম শুমারির তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট খানার সংখ্যা ৩ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৯৬। এই হিসাবে মে ২০১১-এপ্রিল ২০১২ সময়কালে খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে জাতীয়ভাবে যে পরিমাণ ঘুষ বা অবৈধ অর্থ দিয়েছে তার একটি প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ প্রাক্কলন থেকে দেখা যায়, এই সময়ে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে যে অর্থ দিয়েছে তার পরিমাণ ২১,৯৫৫.৬ কোটি টাকা। জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের খানাগুলোর প্রাক্কলিত মোট ঘুষ ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের এই পরিমাণ চলতি বাজারমূল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র[১২] ২.৪% এবং জাতীয় বাজেটের[১৩] ১৩.৬%।

**সারণি ৩: জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের মোট পরিমাণ**

| সেবা খাত | খানাপ্রতি গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা) | জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা) |
|---|---|---|
| শ্রম অভিবাসন | ১,৪৩,৪৯৪ | ১৪,৬৩১.১ |
| ভূমি প্রশাসন | ৪,২৭৫ | ২,২৬১.২ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা | ৪,৫৬২ | ১,৩৩৭.৩ |

[১১] উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসন ব্যয় হিসেবে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ ৮৪,০০০ টাকা ও নারীদের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। জরিপে অভিবাসনে ব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ প্রাক্কলন করার জন্য প্রথমত মোট ব্যয়িত অর্থ থেকে নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত অর্থ বিয়োগ করা হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত অভিবাসন বৈধ কিনা অর্থাৎ বৈধ ভিসায় গিয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছে।

[১২] চলতি বাজারমূল্যে ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপি'র আকার ৯,১৪,৭৮৪ কোটি টাকা (সূত্র: *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১২*)।

[১৩] ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় বাজেট (সংশোধিত) ১,৬১,২১৩ কোটি টাকা।

| সেবা খাত | খানাপ্রতি গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা) | জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত মোট নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (কোটি টাকা) |
|---|---|---|
| বিচারিক সেবা | ৪,২৬৬ | ১,১৬৯.০ |
| বিদ্যুৎ সেবা | ২০৪ | ২৯৫.৮ |
| বীমা সেবা | ২৫৪ | ১৯৫.৯ |
| ব্যাংকিং | ১১৩ | ১৬০.২ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | ৯৯ | ১৫০.২ |
| স্বাস্থ্য | ৫৫ | ৭০.৩ |
| শিক্ষা | ৩১ | ৭০.৩ |
| কৃষি | ৪০ | ৪০.৮ |
| কর ও শুল্ক | ৪৩১ | ৩৪.৩ |
| এনজিও | ১৩ | ১৫.৭ |
| অন্যান্য | ৩,৪০৭ | ১,৪৮৭.৩ |
| **সার্বিক** | **৬,৯০০** | **২১,৯৫৫.৬** |

## ২.৩ দুর্নীতি ও অনিয়ম: অবস্থান, আয়-ব্যয়ের শ্রেণি, ও লিঙ্গ ভেদে পার্থক্য

জরিপের তথ্য অনুযায়ী সেবা খাতে দেওয়া মাথাপিছু গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ১,৪৫২ টাকা। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলের খানাগুলো শহরাঞ্চলের খানাগুলোর তুলনায় সেবা খাত থেকে দুর্নীতির শিকার বেশি হয়। গ্রামাঞ্চলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার ৬৫.৪%, যেখানে শহরাঞ্চলে এ হার ৫৯.৯%। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে এ ব্যবধান আরও প্রকট। গ্রামাঞ্চলে খানাগুলোর ৫৬.৭% সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে, অন্যদিকে শহরাঞ্চলে এ হার ৪৬%।

জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় আয় এবং ব্যয়ের বিভিন্ন স্তরে খানাগুলোর দুর্নীতি হয়রানির ভিন্নতা রয়েছে। সাধারণ প্রবণতা (trend) হিসেবে আয় ও ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সাথে দুর্নীতির শিকার খানার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে যে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে সেটি হল অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে খানাগুলোর মধ্যে সহজে ও দ্রুত সেবা নেওয়ার জন্যে অর্থ প্রদানের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তবে এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার পূর্বে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে আরও দেখা যায় আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে গড়ে সেবা গ্রহণের খাত সংখ্যারও বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে দুর্নীতির শিকার হওয়ার প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়ে থাকতে পারে। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র খানাগুলোর মধ্যে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার তুলনামূলক কম হলেও দুর্নীতির আপেক্ষিক ব্যয় (relative cost of corruption) তাঁদের জন্যেই বেশি। আয় ও ব্যয়ের অনুপাতে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ দরিদ্র খানাগুলির তুলনামূলক বেশি এই হিসাবে দুর্নীতির বোঝা তাঁদের ওপরেই অধিক। আটটি ভিন্ন ভিন্ন আয় এবং ব্যয় শ্রেণিতে খানাগুলোর অনিয়ম ও হয়রানির শিকার হওয়ার হার বিশ্লেষণে দেখা যায় যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে তাদের যথাক্রমে ৬৫.২% এবং ৬৫% গত এক বছরে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে (চিত্র ২ ও ৩)। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার বেশি সেসব খানার যথাক্রমে ৬৮.৮% এবং ১০০% গত এক বছরে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

**চিত্র ২: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

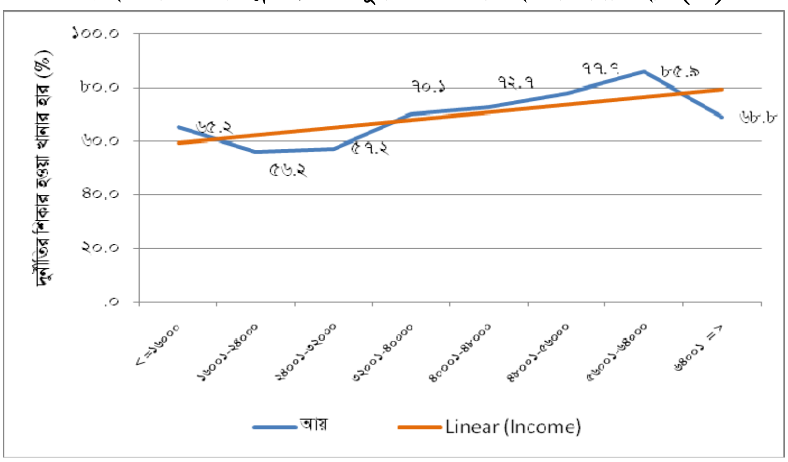

**চিত্র ৩: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (%)**

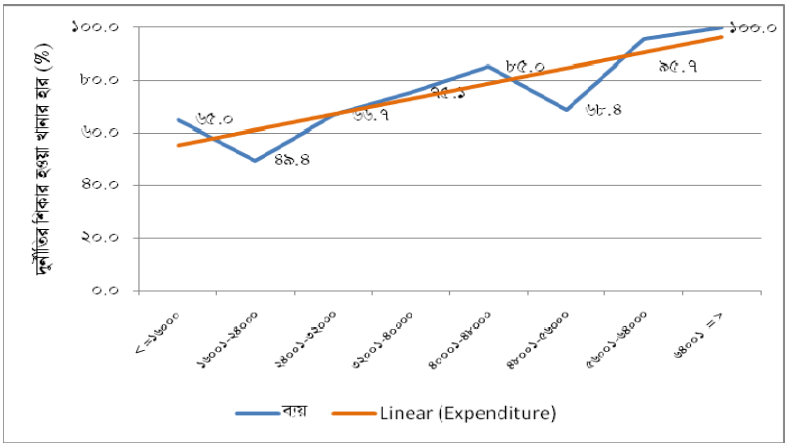


জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো তাদের বার্ষিক ব্যয়ের ৪.৮% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসাবে ব্যয় করে। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের হারের ক্ষেত্রে নিম্ন আয় এবং ব্যয়ের খানাগুলোর মোট আয় এবং ব্যয়ের ওপর নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের ভার বা বোঝা তুলনামূলক বেশি (চিত্র ৪ ও ৫)। জরিপের তথ্য অনুযায়ী যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ১৬,০০০ টাকার নিচে সেসব খানা বছরে মোট যে পরিমাণ নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেয় তা তাদের মোট আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ৪.৫% ও ৫.৫%। অন্যদিকে যেসব খানার মাসিক আয় এবং ব্যয় ৬৪,০০০ টাকার ওপরে তাদের মোট বার্ষিক আয় এবং ব্যয়ের যথাক্রমে ১.৭% এবং ১% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসাবে ব্যয় করে।

**চিত্র ৪: আয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)**

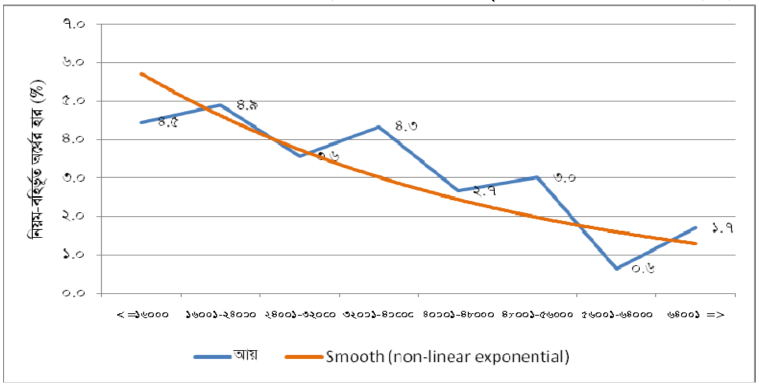


**চিত্র ৫: ব্যয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার হার (%)**

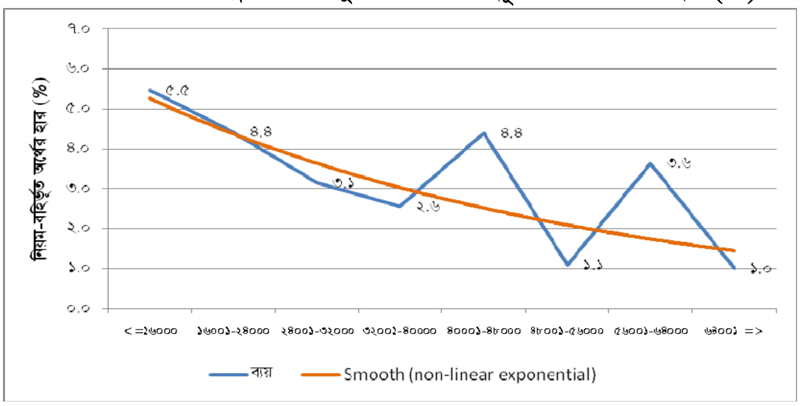


লিঙ্গভেদে সেবাগ্রহীতাদের ওপর দুর্নীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জরিপে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৪৪.১% নারী এবং ৫৫.৯% পুরুষ। দেখা যায় খাতভেদে স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ, ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার (পরিশিষ্ট ৬)। তবে সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ২৬.৮%, যেখানে পুরুষদের ৩৫.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় কোনো কোনো খাত যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।

### ২.৪ ২০১২ খানা জরিপের ফলাফলের সাথে ২০১০-এর খানা জরিপের তুলনা

২০১০ এ বিভিন্ন খাত হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৮৪.২% কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয় যার মাত্রা ২০১২-তে কমে দাঁড়িয়েছে ৫৫.৮% (সারণি ৪)। ২০১০ এর জরিপে ব্যবহৃত একই নির্দেশক ব্যবহার করে ২০১২ সালের তথ্য তুলনা করে দেখা যায় ২০১০ এর তুলনায় ২০১২ সালে স্বাস্থ্য খাত ছাড়া প্রায় প্রতিটি খাতেই দুর্নীতি ও হয়রানি কমেছে।

এখানে উল্লেখ্য শ্রম অভিবাসন ২০১০ সালে অন্যান্য খাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যা এ বছরে দুর্নীতিতে শিকার হওয়া খাতের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সার্বিকভাবে দুর্নীতির প্রকোপ কমার সম্ভাব্য যেসব কারণ চিহ্নিত করা যেতে পারে সেগুলো হল: জনগণের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি, ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে কোনো কোনো খাতে (যেমন বিচারিক সেবা, ভূমি, কর ও শুল্ক, ব্যাংকিং, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজতর করা, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণ, কোনো কোনো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন, এবং নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও এনজিও'র স্থানীয় পর্যায়ের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের কারণে সরকারি সেবা খাতে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

**সারণি ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হার (২০১২ ও ২০১০ এর জরিপের তুলনা)***

| সেবা খাত | খানার শতকরা হার | |
|---|---|---|
| | **২০১২** | **২০১০** |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা | ৭৫.৮ | ৭৯.৭ |
| ভূমি প্রশাসন | ৫৯.০ | ৭১.২ |
| বিচারিক সেবা | ৫৭.১ | ৮৮.০ |
| স্বাস্থ্য | ৪০.২ | ৩৩.২ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | ৩০.৯ | ৪৩.৯ |
| কৃষি | ২০.৪ | ৪৫.৩ |
| বিদ্যুৎ | ১৮.৩ | ৪৫.৯ |
| কর ও শুল্ক | ১৬.৮ | ৫১.৩ |
| শিক্ষা | ১৪.৮ | ১৫.৩ |
| ব্যাংকিং | ৭.১ | ১৭.৪ |
| বীমা | ৬.০ | ১৯.২ |
| এনজিও | ৫.০ | ১০.১ |
| অন্যান্য | ৫৪.৯ | ৩৪.১ |
| **সার্বিক** | **৫৫.৮** | **৮৪.২** |

** ২০১০ ও ২০১২ এর তুলনা করার সময় একই নির্দেশক ব্যবহার করা হয়েছে*

অন্যদিকে সেবা গ্রহণের সময় দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার কমলেও কোনো কোনো খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে বলে দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে দুর্নীতির জন্য ঝুঁকি বাড়ার কারণে ঘুষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি এবং তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে লেন-দেন করার কারণে মধ্যস্বত্বভোগীর জন্য নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ বেড়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

## ৩. খাতওয়ারি দুর্নীতি

### ৩.১ শ্রম অভিবাসন

কাজের উদ্দেশ্যে যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভিন্ন দেশে যান এবং নির্দিষ্ট সময় কাজ করে আবার নিজ দেশে ফেরত আসেন, তাদেরকে শ্রম অভিবাসী বলা হয়। বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন কার্যকরভাবে শুরু হয় ১৯৭৬ সালে। বাংলাদেশ হতে কম-বেশি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বর্তমানে বাংলাদেশীরা শ্রম অভিবাসী হিসেবে যাচ্ছেন তবে এখনো পর্যন্ত শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান গন্তব্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য - শুধুমাত্র সৌদি আরবেই বাংলাদেশের মোট শ্রম অভিবাসীর প্রায় অর্ধেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৩৩ জন বাংলাদেশী কর্মী। জানুয়ারি ২০০৯ হতে নভেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সময়ে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ৩,২৭৫.২৩৪ কোটি মার্কিন ডলার, এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ১,০৮৪ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসনের অর্ধেকেরও বেশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি যারা ইতোমধ্যে বিদেশে অবস্থান করছেন তাদের মাধ্যমে কর্ম ভিসা ক্রয় করা হয়। বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো শ্রম অভিবাসীদের অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। উভয়

ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোনো কাজের জন্য কর্মীর চাহিদাপত্র বা ভিসা ঐ দেশে অবস্থিত মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে উচ্চ দামে কিনতে হয়, যে কারণে শ্রম অভিবাসনের ব্যয় বেড়ে যায়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার সরাসরি নিজ তত্ত্বাবধানে বিদেশে কর্মী পাঠানো ও এজন্য কর্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্য ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠা করে যা সরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কোনো দেশের সাথে সরকারিভাবে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে বোয়েসেলের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় (সরকারি) অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

**শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য:** জরিপের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খানার কোনো সদস্য স্বল্প-মেয়াদি চুক্তিভিত্তিক কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ গিয়েছে কিনা, অথবা কোনো সদস্য এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে কিনা সে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দেখা যায় জরিপের নির্ধারিত সময়ে শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে জরিপকৃত খানার ৩.২%। ২.৫% খানার কোনো না কোনো সদস্য এই সময়ে কাজের জন্য দেশের বাইরে গিয়েছে, এবং ১% খানার কোনো না কোনো সদস্য কাজের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়েছে। এ খাতে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে পুরুষ ৯৬.৭% ও নারী ৩.৩%।

শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর সদস্যরা যেসব দেশে গিয়েছে বা যাওয়ার উদ্দেশ্যে টাকা জমা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আরব আমিরাত (৪৩.৫%), ওমান (২৪.১%), সৌদি আরব (৯.১%), ব্রুনেই (৪%), সিঙ্গাপুর (৩.৭%), ইটালি (৩.১%) ও অন্যান্য দেশ[১৪] (১৪.২%)।

বৈধভাবে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদে কর্ম ভিসা নিয়ে বিদেশ যাওয়া সম্ভব। তবে অনেকে কাজের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে কর্ম ভিসা সংগ্রহ করতে না পারায় অন্য যে কোনো ধরনের ভিসা নিয়ে বিদেশ চলে যায় এবং সেখানে অবৈধভাবে অবস্থান করে। শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারীরা যে ধরনের ভিসা নিয়ে বিদেশ গিয়েছে বা শ্রম অভিবাসনের উদ্দেশ্যে যে ধরনের ভিসার জন্য টাকা জমা দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদি কর্ম ভিসা (৮৮.৬%), ফ্রি ভিসা (৬.৯%), ভ্রমণ/টুরিস্ট ভিসা (২.৭%), শিক্ষা ভিসা (০.৯%), হজ্জ/ওমরা ভিসা (০.৫%) ও অন্যান্য ধরনের ভিসা (০.৬%)। উল্লেখ্য, কেবলমাত্র চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট মেয়াদি কর্ম ভিসা এবং ফ্রি ভিসার মাধ্যমে শ্রম অভিবাসন বৈধ, অর্থাৎ অন্যান্য ধরনের ভিসার মাধ্যমে যাওয়া ব্যক্তিরা অবৈধভাবে ঐসব দেশে অবস্থান করছে এবং কাজ করছে।

জরিপে দেখা যায় শ্রম অভিবাসন সেবাগ্রহণকারী খানাগুলো বিভিন্ন মাধ্যম হতে ভিসা কিনেছে বা কেনার জন্য টাকা জমা দিয়েছে। জরিপকৃত সেবাগ্রহণকারী খানার ৬৩.৭% পরিবারের সদস্য, আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি, ২১.৩% রিক্রুটিং এজেন্সি, ১৫.৬% দালাল, ০.৭% বোয়েসেল ও ১.৯% অন্যান্য মাধ্যম হতে ভিসা কিনেছে বা কেনার জন্য টাকা জমা দিয়েছে।

**শ্রম অভিবাসন খাতে দুর্নীতির শিকার:** শ্রম অভিবাসন খাতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৭৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে দেখা যায়। দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ছিল চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া (৫৪.১%), টাকা আত্মসাৎ (৪৮.২%), চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দেওয়া (১৮.৩%), অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ (১১.৬%), চুক্তি অনুযায়ী বেতন না দেওয়া (১১.১%) এবং অন্যান্য ধরনের দুর্নীতি (০.৯%)। দেখা যায় এ খাতে সেবা গ্রহণকারী নারীদের ৮৫.৭% এবং পুরুষদের ৭৬.৯% দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

এ খাতে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া এবং/অথবা টাকা আত্মসাতের শিকার হওয়ার পরিমাণ গড়ে ১,৯৯,৬৭৬ টাকা। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন টাকার পরিমাণ ১৬,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৩,১৬,০০০ টাকা। উল্লেখ্য, নিয়ম অনুযায়ী অভিবাসন ব্যয় হিসেবে পুরুষদের জন্য সর্বোচ্চ ৮৪,০০০ টাকা ও নারীদের জন্য সর্বোচ্চ ২০,০০০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে। জরিপে অভিবাসনে ব্যয়িত অতিরিক্ত অর্থ প্রাক্কলন করার জন্য প্রথমত মোট ব্যয়িত অর্থ থেকে নির্ধারিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত অর্থ বিয়োগ করে হয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত অভিবাসন বৈধ কিনা অর্থাৎ বৈধ ভিসায় গিয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হয়েছে।

## ৩.২ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা

জরিপের অন্তর্ভুক্ত খানার ৯.২% বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (৭৩.৩২%) সেবা গ্রহণ করে থানা পুলিশের কাছ থেকে; এরপরেই রয়েছে যথাক্রমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিশ (১৭.৪%) ও ট্রাফিক পুলিশ (১০.৯%)।

**সেবার ধরন:** আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সেবা নেওয়া হয় জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার কারণে (২৫.৩%)। এর পরেই রয়েছে পাসপোর্ট, চাকরি এবং অন্যান্য কাজের জন্য 'পুলিশ ভেরিফিকেশন' (১৭.৫%)। এছাড়া মারামারি (১৩.৯%), ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন (৯.৫%), গাড়ি 'রিকুইজিশন' (৬.৭%), নারী ও শিশু নির্যাতন (৫.৮%), চুরি ও

[১৪] অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে কুয়েত, মালয়েশিয়া, কাতার, লেবানন, বাহরাইন, লিবিয়া, গ্রিস, মরিশাস, ইংল্যান্ড ও স্পেন।

ডাকাতি (৫.৩%), হত্যা (৪.৬%), মূল্যবান দ্রব্য হারানো (৪.৬%), ভয়ভীতি (৩.৩%), পুলিশ কর্তৃক চাঁদাবাজি (২.৭%), ও অর্থ ও সম্পদ আত্মসাৎসহ অন্যান্য সমস্যার কারণেও সেবাগ্রহীতারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিয়েছে।

যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ৪১.২% খানা বাদি হিসেবে অভিযোগ করেছে এবং ৪৪.৯% বিবাদি হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছে। বাকি ১৩.৬% খানার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট, চাকরি বা অন্যান্য কাজের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য কোনো ধরনের যোগাযোগ হয়েছে।

**দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার:** যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছ থেকে সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় ৭৫.৮%; গ্রামাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৭৯.৩% এবং শহরাঞ্চলের সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ৬৯.৬% দুর্নীতির শিকার হয়। সবচেয়ে বেশি অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে হাইওয়ে পুলিশ (৮৮.৯%) ও ট্রাফিক পুলিশ (৮৮.২%) দ্বারা। এরপরেই রয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ (৮৩.৬%) ও থানা পুলিশ (৭৩.৬%)।

**দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন:** সেবাগ্রহীতা খানাগুলোর মধ্যে যারা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা (৮৯%) ঘুষ দেয় বা ঘুষ দিতে বাধ্য হয়। এরপরেই রয়েছে মিথ্যা মামলায় জড়ানো (১৪.৪%) ও অসদাচরণ বা ভয়ভীতি প্রদর্শন (১৪.৪%)। এছাড়া জিডি বা এফআইআর গ্রহণে অবহেলা বা সময়ক্ষেপণ (১১.৭%), ভেরিফিকেশন/ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে দেরি করা বা মিথ্যা তথ্য দেওয়া (৫.৯%), মিথ্যা এফআইআর/ চার্জশীট প্রদানসহ (৩.৬%) অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়।

**ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ:** যেসব খানা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সেবা নিতে গিয়ে ঘুষ দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খানা ঘুষ দিয়েছে স্পেশাল ব্রাঞ্চকে (৮৩.১%); এর পরেই রয়েছে হাইওয়ে পুলিশ (৮০.৭%) ও ট্রাফিক পুলিশ (৮০.৬%)। ঘুষ গ্রহণের হারের দিক থেকে থানা পুলিশ সবচেয়ে কম হারে (৬৩.১%) ঘুষ গ্রহণ করলেও পরিমাণের দিক থেকে থানা পুলিশ সবচেয়ে বেশি ঘুষ নেয় যা খানাপ্রতি গড়ে ৭,৯১৩ টাকা।

**সারণি ৫: প্রতিষ্ঠানভেদে ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ**

| সংস্থা | ঘুষের হার (%) | গড় ঘুষ (টাকা) |
|---|---|---|
| স্পেশাল ব্রাঞ্চ | ৮৩.১ | ২,১৪০ |
| হাইওয়ে পুলিশ | ৮০.৭ | ৬৩২ |
| ট্রাফিক পুলিশ | ৮০.৬ | ৩,০২৫ |
| থানা পুলিশ | ৬৩.১ | ৭,৯১৩ |

**ঘুষ দেওয়ার কারণ:** সবচেয়ে বেশি সংখ্যক খানা (২৫.৯%) সাধারণ ডায়েরি বা এফআইআর করার জন্য ঘুষ দিয়েছে। এর পরই রয়েছে সঠিক ও নির্ভুল তথ্য সংবলিত, হয়রানি ও ঝামেলামুক্তভাবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের প্রতিবেদনের জন্য ঘুষ (২০.৪%)। এছাড়া আসামির গ্রেফতার এড়ানো (১৪%), ট্রাফিক আইনে মামলা না করা (১১.৭%), আসামিকে গ্রেফতার করানো (৮.১%), সময়মতো ও সঠিকভাবে চার্জশীট প্রদান (৭.২%) এবং অন্যান্য কারণেও ঘুষ দেওয়া হয়েছে।

## ৩.৩ ভূমি প্রশাসন

সরকারি এবং বেসরকারি মালিকানাধীন ভূমির হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পাদন, রেজিস্ট্রেশন, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে ভূমি প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ। এই খাতে তিনটি মন্ত্রণালয়ের[১৫] অধীনে মাঠ পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিস/ তহশিল অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এলএ শাখা, এসএ শাখা, ভিপি শাখা এবং রেকর্ডরুম ভূমি সংশ্লিষ্ট নানা ধরনের সেবা দেয়।

জরিপে দেখা যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৬.৬% খানা ভূমি প্রশাসনের সেবা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে ৫৯% দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়। দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার খানাগুলোর মধ্যে নামজারি (মিউটেশন) করতে ৩৪.৬%, দলিল রেজিস্ট্রেশনে ৩০.১%, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে ২৯.৫%, খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধে ১৮.৩%, ভূমি জরিপকালে ৬.৪%, খাস জমি বন্দোবস্ত পেতে ১.৫% এবং অন্যান্য (যেমন ভূমি অধিগ্রহণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে ০.৯% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৬)।

[১৫] ভূমি মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

**চিত্র ৬: সেবার ধরনভেদে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার**

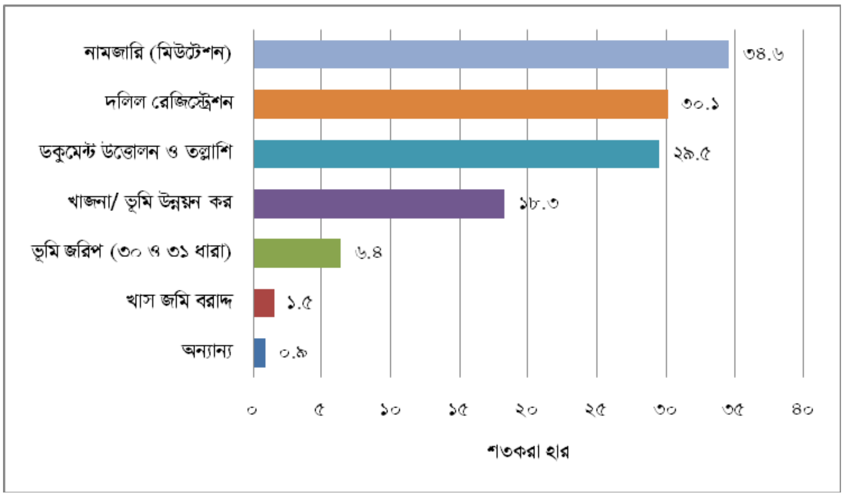


**দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন:** সেবাগ্রহীতারা একটি সেবা গ্রহণে একাধিক ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী যেসব খানা ভূমি প্রশাসন হতে সেবা নিতে যেয়ে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৯২.৮% ঘুষ, ৩৫.১% অযথা বা অতিরিক্ত সময়ক্ষেপণ এবং ৮.০% অন্যান্য (যেমন স্বজনপ্রীতি, ভীতি প্রদর্শন, অতিরিক্ত অর্থ দাবি করে হয়রানি ইত্যাদি) ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছেন।

**ঘুষ দেওয়ার হার ও পরিমাণ:** ভূমি খাতে সেবা গ্রহণকারী ৫৪.৮% খানা ঘুষ দিয়েছে এবং গড় ঘুষের পরিমাণ ৭,৮০৭ টাকা, যা গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৮,৭৪৪ টাকা, এবং নগর এলাকায় গড়ে ৫,৮৮২ টাকা। সেবার ধরন অনুসারে ভূমি জরিপে গড়ে ৯,৪৬১ টাকা, দলিল রেজিস্ট্রেশনে গড়ে ৬,৬৫৩ টাকা, নামজারির ক্ষেত্রে গড়ে ৬,২৩৯ টাকা, খাস জমি ইজারা/ বন্দোবস্ত পেতে গড়ে ২,৭৭২ টাকা, ডকুমেন্ট উত্তোলন ও তল্লাশির ক্ষেত্রে গড়ে ২,২৬৭ টাকা, খাজনা/ ভূমি উন্নয়ন করের ক্ষেত্রে গড়ে ২,২১৬ টাকা ভূমি প্রশাসন হতে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোকে দিতে হয়েছে।

**চিত্র ৭: সেবার ধরনভেদে গড় ঘুষের পরিমাণ (টাকা)**

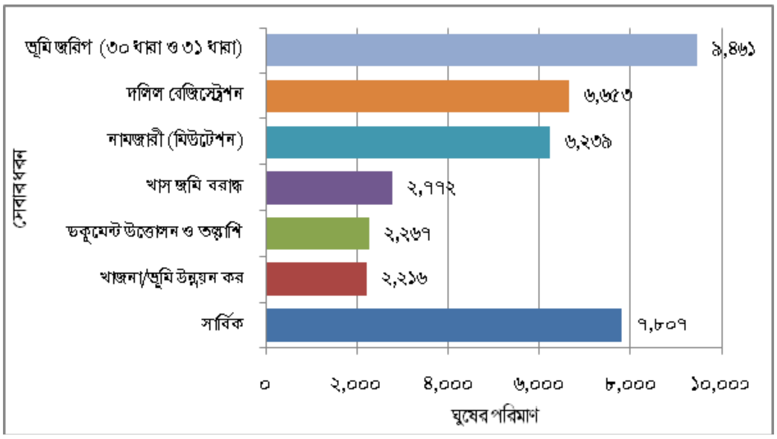


**ঘুষ দেওয়ার কারণ:** ভূমি সংক্রান্ত সেবা নিতে যেয়ে খানাগুলো একাধিক কারণে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। ফাইল দ্রুত প্রসেস করা বা দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্য ৭৭.৫%, জটিলতা এড়াতে ২৮.৬%, হয়রানি এড়ানোর জন্য ১৮.৮%, বাধ্য হয়ে ৬.১% এবং নথি দ্রুত হাতে পেতে ৩.৩%, বকেয়া কর সংক্রান্ত জটিলতা এড়াতে ৩.১%, রায় হাতে পেতে বা নিজের পক্ষে নিতে ২.০%, কানুনগো'র রিপোর্ট পেতে ১.৬% এবং অন্যান্য (যেমন প্রকৃত মূল্য গোপন করতে, ফি সম্পর্কে অবগত না থাকা ইত্যাদি) কারণে ৪.২% খানাকে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

## ৩.৪ বিচারিক সেবা

জরিপে দেখা যায়, ৮.৬% খানা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভিন্ন মামলার বিচার সংক্রান্ত কাজে বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারিক সেবা নিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৮.৭% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৮.৫%। জরিপকৃত খানাসমূহের বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে জমি বা সম্পত্তি বিষয়ক মামলার হার সবচেয়ে বেশি (৬৫%)। এছাড়া মারামারি (৮.৪%), নারী

ও শিশু নির্যাতন (৮.৪%), হত্যা মামলা (৪.৫%), অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ (২.৭%), চাঁদাবাজি বা ছিনতাই (২.৬%), চুরি ও ডাকাতি বিষয়ক মামলা (২.৩%), পারিবারিক সহিংসতা বিষয়ক মামলা (২.২%), মাদক পাচার বা সেবন বিষয়ক মামলা (১.৩%), বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা (১%), প্রতারণার মামলা (১%) এবং অন্যান্য ধরনের মামলা (৪.৭%) (আপিল, আঘাত, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা, চাকরি চলে যাওয়া, গাছ বিষয়ে মামলা, রাজনৈতিক মামলা, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি) আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে। বিচারিক সেবা নেওয়া ৬৩৫টি খানার মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৬৮৪টি এবং এ মামলাগুলো গড়ে চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে।

বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার মামলাগুলো দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর জমি-জমা বা সম্পদ সংক্রান্ত মামলা বেশি হওয়ার কারণে জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে বিচারিক সেবা গ্রহণকারী খানার হার সবচেয়ে বেশি (৬৭.৫%)। এছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ফৌজদারি আদালত থেকে সেবা নেওয়া খানার হার ২৫%, বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে ১০.২% এবং হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ থেকে ০.৫%।

**বিচারিক সেবায় দুর্নীতি ও হয়রানি:** জরিপে দেখা যায়, বিচারিক সেবা নেওয়া খানার ৫৭.১% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৫৫.৬% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৬০.৩%। এছাড়া জজ কোর্ট বা দেওয়ানি আদালত থেকে যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৬০.৬%, ফৌজদারি আদালত থেকে যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৫১.১%, এবং বিশেষ আদালত ও ট্রাইবুনাল থেকে যেসব খানা বিচারিক সেবা নিয়েছে তাদের ৪৯.৮% সেবা গ্রহণে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ আদালত থেকে সেবা নেওয়া আটটি খানার মধ্যে পাঁচটিই দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

জরিপে দেখা যায়, বিচারিক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব খানা দুর্নীতি বা হয়রানি শিকার হয়েছিল সেসব খানার ৬৮% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে। ৪৩.৬% খানা বিভিন্ন কারণে সময়ক্ষেপণ (আইনজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে সময়ক্ষেপণ করে এমন বলেছেন ২৪.৪% এবং বিচারকের অনুপস্থিতির কারণে সময়ক্ষেপণ হয় এমন বলেছেন ১৮.৮%) বা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়াকে হয়রানি হিসেবে উল্লেখ করেছে। দেখা গেছে যে নিয়োগকৃত আইনজীবীদের দ্বারাও বিচারপ্রার্থীরা নানাভাবে দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়ে থাকেন। ১৩.৬% খানা বলেছে যে নির্ধারিত ফি প্রদান কারা সত্ত্বেও আইনজীবী/মুহুরি অতিরিক্ত টাকা দাবি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে বিচারককে টাকা দিতে হবে - এ কথা বলেও আইনজীবী টাকা দাবি করে (৪.৭%)। এছাড়া ১১% খানা নিয়োগকৃত আইনজীবী মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে না, ৮.১১% খানা আইনজীবী মামলার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে যথাযথভাবে অবহিত করে না, এবং ৩.৮% অন্যান্য ধরনের (প্রতিপক্ষ, সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে মামলা শেষ হতে দেরি হওয়া, প্রতারণার শিকার হওয়া, নোটিশ না পাওয়া, খারাপ ব্যবহার ইত্যাদি) হয়রানির শিকার হয়েছে বলে জানায়।

**সারণি ৬: দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন**

| **দুর্নীতির ধরন** | **শতকরা হার** |
|---|---|
| ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান | ৬৮.০ |
| সময়ক্ষেপণ | ৪৩.৬ |
| নির্ধারিত ফি দেওয়া সত্ত্বেও আইনজীবী/মুহুরির অতিরিক্ত টাকা দাবি | ১৩.৬ |
| আইনজীবীর মামলা সম্পর্কে খোঁজ খবর না রাখা | ১১.০ |
| আইনজীবীর মামলার অবস্থা সম্পর্কে মক্কেলকে অবহিত না করা | ৮.১ |
| আইনজীবী সহকারী/মুহুরীর মাধ্যমে হয়রানি | ৮.১ |
| আদালত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহযোগিতা | ৭.৫ |
| আইনজীবীর পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া | ৭.১ |
| রাজনৈতিক বা অন্য কোনো প্রভাব বিস্তার | ৫.৩ |
| বিচারকের নামে আইনজীবীর টাকা দাবি | ৪.৭ |
| দালালের মাধ্যমে হয়রানি | ১.০ |
| অন্যান্য | ৩.৮ |

**ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ:** জরিপে দেখা যায়, সেবগ্রহীতা খানার ৩৮.১% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে, যা গ্রামাঞ্চল এলাকার খানার ৩৭.১% ও শহরাঞ্চল এলাকার খানার ৪০.২%। সার্বিকভাবে খানাগুলো গড়ে ১১,৭১১ টাকা ঘুষ দিয়েছে। তবে শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ গ্রামাঞ্চলের থেকে বেশি (শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ১৫,০১৩ টাকা এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে গড়ে ৯,৯৪৬ টাকা)। যেসব সেবাগ্রহীতাদের জজ কোর্টে সেবা নিতে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে তার গড় পরিমাণ ১১,৫২৮ টাকা। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ৯,৫২৯ টাকা এবং বিশেষ আদালত ও

ট্রাইবুনালে এর পরিমাণ ৮,২৬৮ টাকা। এছাড়া উচ্চ আদালতে সেবা নিতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর একটি ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে যার পরিমাণ ছিল ৬০,০০০ টাকা।

**ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ:** জরিপে যেসব খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের ৪৯.৫% ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে বলেছে যে তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (যেমন ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া কোনোভাবেই কাজ হচ্ছে না) বাধ্য হয়ে দিয়েছে। এছাড়া ৪০.১% খানা শুনানি দ্রুত করানোর জন্য ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ২২% খানা মামলার রায়কে প্রভাবিত করার জন্য (যার মধ্যে ৮.৮% খানা জানিয়েছে যে 'বিচারককে দিতে হবে' একথা বলে তাদের কাছ থেকে অর্থ চাওয়া হয়েছে এবং সে কারণে তারা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ১৫.৬% খানা কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট (যেমন রায়ের কপি) উত্তোলনের জন্য, ৭.৭% সমন বা নোটিশ জারি করানোর জন্য, ৩.৬% কজ লিস্টে মামলার সিরিয়াল তোলা বা সিরিয়াল আগে করার জন্য, ২.৪% জামিন হওয়ার জন্য, এবং ৫.৭% খানা অন্যান্য কারণে (শুনানির তারিখ পেছানো, আর্জি গ্রহণ, আসামী ধরা, হয়রানি থেকে রেহাই পেতে, খুশি হয়ে, দ্রুত রায় পাওয়া) ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে বলে জানায়।

### ৩.৫ স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সকল নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা সুলভে পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে সরকার প্রাথমিক পর্যায় (কমিউনিটি ক্লিনিক, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স), মাধ্যমিক পর্যায় (জেলা সদর হাসপাতাল) ও তৃতীয় পর্যায়ের (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু একদিকে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা, অন্যদিকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়মের কারণে সেবাগ্রহীতারা অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত সেবা হতে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে এই খাতের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

জরিপে নির্ধারিত সময়ে ৭৯.৯% খানা স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে; এর মধ্যে ৫০.২% সরকারি, ৬৪.১% বেসরকারি এবং ১.০% এনজিও প্রতিষ্ঠান থেকে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে। তবে এ জরিপে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সরকারি স্বাস্থ্যসেবা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**স্বাস্থ্যসেবায় সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতি:** যেসব খানা সরকারি প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে তার ৪০.২% কোনো না কোনো সেবা নিতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী খানার ২১.৫%-কে বিভিন্ন সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে (রশিদ ছাড়া) গড়ে ২৫৮ টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়া সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫.২% ডাক্তার দেখানোর সময় কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি, ১১.৪% জরুরি মূহুর্তে ডাক্তার না পাওয়া, ১০.১% ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ, এবং ৬.২% হাসপাতালের ভেতরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার হওয়ার কথা উল্লেখ করে।

**প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতি ও অনিয়ম:** সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতি ও অনিয়মের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর সর্বাধিক (৩৫.০%) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এছাড়া ৭.২% অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে (বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন ইত্যাদি) বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়।

**চিত্র ৮: প্রতিষ্ঠানভেদে সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতির হার**

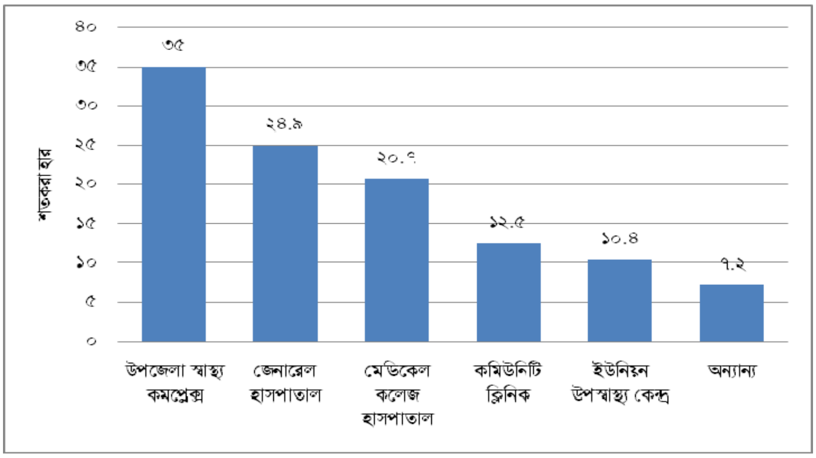

**নিয়ম-বহির্ভূত (রশিদ ছাড়া) অর্থ দেওয়ার খাত ও কারণঃ** সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন ধরনের সেবার খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারতম্য লক্ষ করা যায়। সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে সর্বাধিক ৩২.৬% অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ট্রলি ব্যবহারে ২০%, ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং করানোর জন্য ১৭.৩%, প্রসূতি সেবায় ১৭%, অপারেশন সেবায় ১২.১%, ইনজেকশন/ স্যালাইন গ্রহণে ১২.১%, হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ১১.৪%, শয্যা বা কেবিন পাওয়ার জন্য ১০.৪%, টিকিট ক্রয়ে ৯.৩% এবং ডাক্তার দেখানোর জন্য ৮.৭% খানা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে খানাগুলোর ৩১.৭% দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য, ২৭.২% ভাল সেবা পাওয়ার জন্য এবং ৪৬.৫% খানা টাকা না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছে।

### ৩.৬ শিক্ষা

রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। নাগরিকদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রের নানামুখী উদ্যোগের ফলে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকারকে যে চ্যালেঞ্জটি মোকাবেলা করতে হয় তা হল শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি।

বর্তমান জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার ৭১.২% জরিপের নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিয়েছে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা সেবা গ্রহণ করেছে সেবাগ্রহীতাদের ৬৫.২%, মাধ্যমিক স্তরে ৩৩%, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১৪.২%, এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১৩.৮%।

**দুর্নীতির শিকারঃ** যেসব খানা শিক্ষা খাতে সেবা নিয়েছে তাদের ৪০.১% বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এবং ৩০.৭% খানাকে নিয়ম-বহির্ভূত[১৬] অর্থ দিতে হয়েছে, যার পরিমাণ গড়ে ১০০ টাকা (গ্রামাঞ্চলে গড়ে ৮২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ১৬৪ টাকা)। শিক্ষার্থী ভর্তি, পরীক্ষার ফি, বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রাপ্তি, উপবৃত্তি প্রাপ্তি ও তালিকাভুক্তি, পরীক্ষার নিবন্ধন এবং বিবিধ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে খানাগুলোকে উল্লিখিত অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

**সারণি ৭ঃ প্রতিষ্ঠানের ধরনভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার**

| প্রতিষ্ঠানের ধরন | শতকরা হার |
|---|---|
| সরকারি | ৫৯.৬ |
| বেসরকারি রেজিস্টার্ড | ১৩.২ |
| প্রাইভেট | ৭.৭ |
| এনজিও | ৮.২ |
| অন্যান্য | ৮.৯ |

শিক্ষার স্তরভেদে দেখা যায়, প্রাথমিক শিক্ষাসেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সেবা নিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি (৪৪.১%) খানা অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে (চিত্র ৯)।

**চিত্র ৯: শিক্ষার স্তরভেদে সেবা গ্রহণ ও দুর্নীতির শিকার খানা (%)**

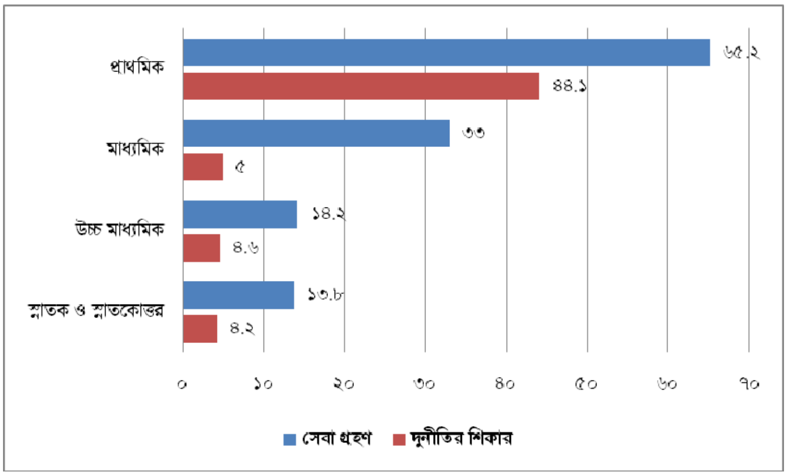


[১৬] নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ বলতে রশিদবিহীন বা রশিদের অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ বোঝানো হয়েছে।

**শিক্ষা সেবাভেদে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার খানা:** জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলো সেবার ধরনভেদে বিভিন্ন প্রকারের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। খানাগুলো পরীক্ষার ফি বাবদ (৭৭.২%), ভর্তি/ পুনঃভর্তির ফি বাবদ (২০.৩%), বই বিতরণ বাবদ (১৪.৯%), বিবিধ অনুষ্ঠান বাবদ (সাংস্কৃতিক/ ক্রীড়া) (১৫.৭%), উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি বাবদ (১১%), ভর্তির সুযোগ পাওয়া বাবদ (৯.৯%) এবং অন্যান্য ধরনের সেবায় (৬.১%) অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অন্যান্য অনিয়মের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকের কাছে কোচিং করতে বাধ্য হওয়া (১৪%), শিক্ষক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের শিকার হওয়া (৩৩.৭%), নিয়মিত সকল ক্লাস না হওয়া (১৪.২%), নির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ ক্লাস না হওয়া (১৩.৩%), নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করা (৮.১%)।

**নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ:** শিক্ষা সেবার ধরনভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ নেওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। পরীক্ষার নিবন্ধন বাবদ গড়ে ৩৩১ টাকা, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট তোলা বাবদ গড়ে ২০০ টাকা, ভর্তির সুযোগ পাওয়া বাবদ গড়ে ১০৫ টাকা, উপবৃত্তির টাকা প্রাপ্তি বাবদ গড়ে ১০০ টাকা, ভর্তি/ পুনঃভর্তি  বাবদ গড়ে ৯৭ টাকা, সার্টিফিকেট/ মার্কশিট তোলা বাবদ গড়ে ৯২ টাকা, সাজেশন/ পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়া বাবদ গড়ে ৯২ টাকা, উপবৃত্তির তালিকাভুক্তি বাবদ গড়ে ৫৬ টাকা, পরীক্ষার ফি বাবদ গড়ে ৪৩ টাকা, বিবিধ অনুষ্ঠান বাবদ গড়ে ৩১ টাকা, বই বিতরণ বাবদ গড়ে ৩০ টাকা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। দেখা গেছে, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থে পরিমাণ বেশি (গড়ে ১,০১৪ টাকা), যেখানে প্রাথমিক স্তরে এই অর্থের পরিমাণ ৬১ টাকা (চিত্র ১০)।

**চিত্র ১০: স্তরভেদে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)**

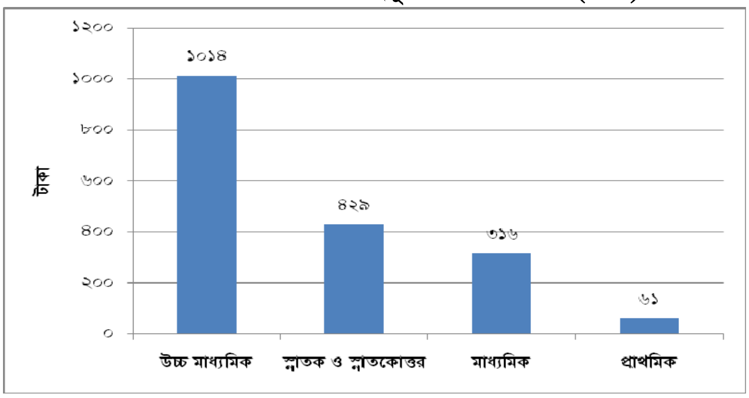


## ৩.৭ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে বর্তমানে ৪,৪৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪৮৫টি উপজেলা পরিষদ, ৬৪টি জেলা পরিষদ, ৩১১টি পৌরসভা, দশটি সিটি কর্পোরেশন ও পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য একটি আঞ্চলিক পরিষদ (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ) রয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারসমূহ স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে বিভিন্ন পরিবর্তন করে থাকলেও এখনো এসব প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি ও অনিয়ম বিদ্যমান যার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক সাফল্য ও অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ জরিপে পার্বত্য জেলা আঞ্চলিক পরিষদ ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

**চিত্র ১১: সার্বিকভাবে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার খানা (%)**

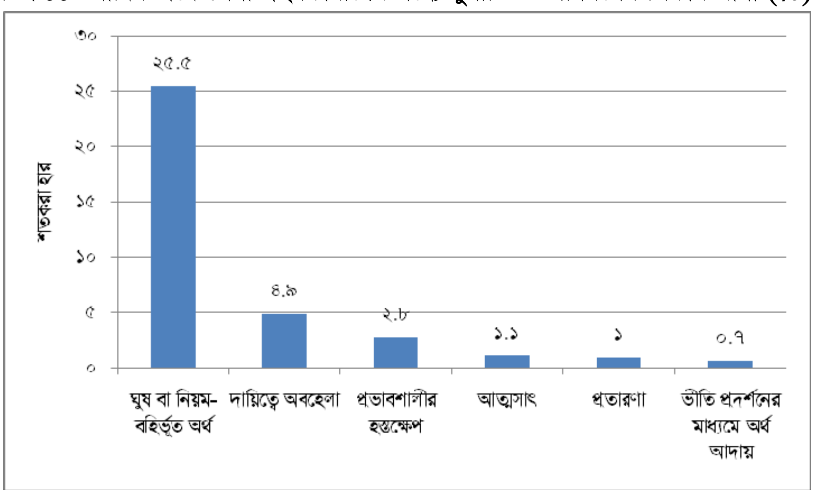

**সার্বিক দুর্নীতি ও অনিয়ম:** জরিপকৃত খানার ৪৭.৬% নির্ধারিত সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ৩০.৯% খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দেয় ২৫.৫%, দায়িত্বে অবহেলার শিকার ৪.৯%, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপের শিকার ২.৮%, আত্মসাতের শিকার ১.১%, প্রতারণার শিকার ১.০% এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য হয় ০.৭% খানা।

**সার্বিক ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ:** সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে তাদের গড়ে ৩৯৬ টাকা দিতে হয়েছে।

**সারণি ৮: বিভিন্ন সেবা গ্রহণে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ**

| সেবার ধরন | গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা) | | |
|---|---|---|---|
| | গ্রামাঞ্চল | শহরাঞ্চল | সার্বিক |
| সনদ সংগ্রহ | ৮১ | ১১৭ | ৯৪ |
| সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি | ১১৫২ | ২৭৯ | ১০৪৮ |
| বিচার ও সালিশ | ৩৮০৪ | ৬১০০ | ৪৫২১ |
| হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর সংক্রান্ত | ৮১ | ৫৩৫ | ২৬০ |
| নতুন ট্রেড লাইসেন্স করা ও নবায়ন | ৪০৬ | ৪৮২ | ৪৫৬ |
| অন্যান্য (পানি সেবা, পণ্য শুল্ক, প্ল্যান পাশ, অটো লাইসেন্স) | ৭১ | ৩৮১৪ | ২৯১৬ |
| **সার্বিক** | **২৯৪** | **৬৩২** | **৩৯৬** |

**বিভিন্ন সনদ বিষয়ক দুর্নীতি ও অনিয়ম:** জরিপকৃত খানার সদস্যরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যু নিবন্ধন, নাগরিকত্ব সনদ, চারিত্রিক সনদ, ওয়ারিশ সনদ ইত্যাদি সনদ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৫৯.২% সনদ সংগ্রহ করেছে যার ৩৫.৭%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। এর মধ্যে ৯৫.৮% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ৮.২% খানা সময়ক্ষেপণ, ১.২% খানা প্রতারণা, ০.৯% খানা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় এবং ০.৭% খানা স্বজনপ্রীতি বা পক্ষপাতিত্বের শিকার হয়েছে।

**সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম:** জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানার সদস্যরা ভিজিডি, ভিজিএফ, টেস্ট রিলিফ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, কর্মসংস্থান কর্মসূচি, জিআর, ত্রাণ ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ১২.৪% খানা এই ধরনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে যার ৩৫.৮%-কে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে। এর মধ্যে ৫০.৪% খানা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ, ২৪.১% খানা নির্ধারিত বরাদ্দ বা ভাতার একটি অংশ কর্তন, ২২.৯% খানা দায়িত্বে অবহেলা, ১৫.৭% খানা স্বজনপ্রীতি, ৪.৬% খানা প্রতারণা, ৪.০% খানা প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ২.২% খানা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের শিকার হয়। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারীদের ৪৫% নারী এবং তাদের মধ্যে ৪২.৭% দুর্নীতির শিকার হয়। অন্যদিকে পুরুষদের (৫৫%) ২৯.৮% দুর্নীতির শিকার হয়।

**বিচার ও সালিশ:** সেবাগ্রহীতা খানার মধ্যে ৮.৫% জমিজমা সংক্রান্ত, বিবাহ সংক্রান্ত, পারিবারিক বিরোধ, ধার-দেনা সংক্রান্ত, নারী নির্যাতন, মারামারি এবং অন্যান্য বিরোধ নিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিচার ও সালিশের সম্মুখীন হয়। এসব বিরোধ নিষ্পত্তিকালে ৩৪.১% খানার সদস্যরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়। তন্মধ্যে ৩৫.৮% খানার সদস্য ঘুষ, ৪০.৯% খানা সময়ক্ষেপণ, ৩২.৩% খানা স্বজনপ্রীতি, ৩১.২% খানা প্রভাবশালী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ১০.৫% খানা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায় এবং ৯.৫% খানা প্রতারণার কথা উল্লেখ করে। বিচার ও সালিশে মুখোমুখি হওয়া সদস্যদের ২০.৪% নারী ও ৭৯.৬% পুরুষ। এসব নারীর ৩৩.৫% এবং পুরুষদের ৩১.৪% দুর্নীতির শিকার হয়।

**হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ ও প্রদানে দুর্নীতি:** সেবাগ্রহীতা খানার ৩০.৬% হোল্ডিং বা চৌকিদারি কর নির্ধারণ বা প্রদান করে, যাদের ৬.৭% বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়। এর মধ্যে সর্বাধিক ৭৯.০% খানাকে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

**ট্রেড লাইসেন্সে দুর্নীতি:** সেবাগ্রহীতা খানার ৬.৫% খানার সদস্য নতুন ট্রেড লাইসেন্স করেছে বা নবায়ন করেছে যার মধ্যে ১৬.৬% খানার সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এদের মধ্যে সর্বাধিক ৯০.৭% খানার সদস্যকে নির্ধারিত ফি এর চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

## ৩.৮ কৃষি

বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২০.০১% আসে কৃষিখাত (শস্য উৎপাদন, বনায়ন ও মৎস্য) থেকে। দেশের মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৩.৬% প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।[১৭] এর ফলে কৃষি খাতে সরকারি ভর্তুকি বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময়ে সার, বীজসহ অন্যান্য উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিত করা, কৃষকদের সময়মত সহজ শর্তে ঋণ প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায় এই সকল সেবা পেতে কৃষকদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়। জরিপে সার্বিকভাবে ৩২% খানা কৃষি সেবা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে ২০.৪% খানাকে কোনো না কোনো অনিয়ম, দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ১৬.২% ঘুষ কিংবা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে।

**দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন:** জরিপে কৃষি সেবা গ্রহণকালে ৮০.১% খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। এছাড়া ১১.৫% খানা নিম্নমানের বীজ সরবরাহ, ৯.৬% খানা সময়মত সার/বীজ না পাওয়া, ৬.৩% খানা ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ সময়মত না পাওয়া, ০.৩% খানা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, ০.৫% খানা প্রদর্শনী খামার অন্তর্ভুক্তিতে স্বজনপ্রীতি এবং ৪.১% খানা অন্যান্য দুর্নীতি ও হয়রানির শিকার হয়।

**চিত্র ১২: বিভিন্ন ধরনের কৃষি সেবা প্রাপ্তিতে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানা (%)**

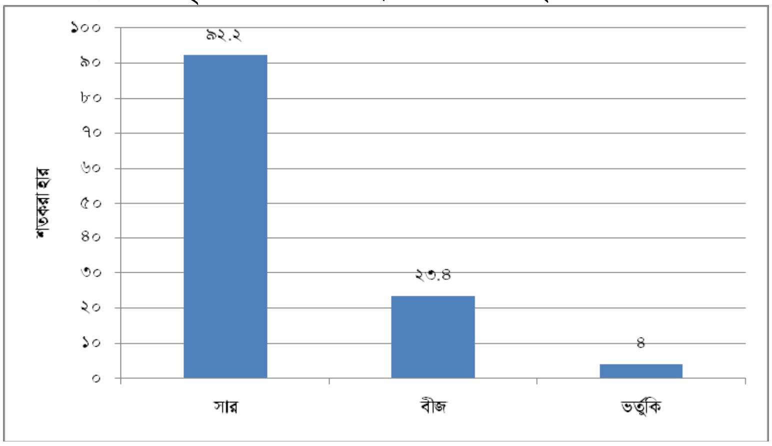


**সার সরবরাহ:** যেসব খানা সার সরবরাহে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে সেসব খানার ৯২.২%-কে সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সরবরাহকারীর কাছ থেকে সার নিতে হয়েছে। এছাড়াও ১৩.৭% খানা সময়মত সার পায়নি এবং ০.৩% খানা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ করেছে।

**বীজ সরবরাহ:** বীজ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের ২৩.৪%-কে বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্যাকেট মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে বীজ সংগ্রহ করতে হয়েছে। অন্যদিকে ৫৪.১% খানা নিম্নমানের বীজ পেয়েছে এবং ২৩% খানা সময়মত বীজ সরবরাহ পায়নি বলে অভিযোগ করে।

**ভর্তুকি সেবা:** সরকারি ভর্তুকি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব খানা দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তাদের ৪.০%-কে ভর্তুকি প্রাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে। ভর্তুকির আওতায় আসা এবং সময়মত ভর্তুকির টাকা পেতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে।

**কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী:** কৃষি বিষয়ক পরামর্শ ও কৃষি খামার প্রদর্শনী সেবা প্রাপ্তির জন্য সেবা গ্রহীতাকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হয়নি। তবে ৯৪.৪% খানা ব্লক সুপারভাইজার সময়মত পরামর্শ না দেওয়া, ১.৭% খানা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং ৩.৯% খানা অন্যান্য অনিয়ম ও হয়রানির অভিযোগ করেছে। কৃষি খামার প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে ১০০% খানা কৃষি প্রদর্শনী খামার অন্তর্ভুক্তিতে স্বজনপ্রীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

[১৭] অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (সূত্রঃ www.mof.gov.bd)।

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোকে উল্লিখিত পাঁচ ধরনের কৃষি সেবা নিতে গিয়ে সার্বিকভাবে গড়ে ২৪৫ টাকা করে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

### ৩.৯ বিদ্যুৎ

ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। আর তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের বিষয়টি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন পাওয়ার ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণে এবং তত্ত্বাবধানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সারাদেশে বিতরণ করা হয়। বিদ্যুৎ বিতরণে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি), ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ও ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)। এসব প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সংযোগ, বিদ্যুৎ উপকরণ পরিবর্ত ন, মিটার রিডিং, বিলিংসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে।

**বিদ্যুৎ সেবা:** জরিপকৃত খানাগুলোর মধ্যে সার্বিকভাবে ৪৫.৫% খানা বিদ্যুৎ সেবা নিয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ৫৪.৯% খানা সেবা নিয়েছে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বা এর অধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে। এছাড়া ৩১.২% খানা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ৭.১% খানা ডিপিডিসি, ২.৭% খানা ডেসকো এবং ৪.৮% খানা ওজোপাডিকো থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে খানাগুলো বিল (৭৮.৩%), মিটার রিডিং (৫৯.৩%), বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন (৮.৪%), নতুন সংযোগ গ্রহণ (৪.৮%), বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন (৪.৩%) ইত্যাদি সেবা গ্রহণ করেছে।

**বিদ্যুৎ সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও অনিয়ম:** যেসব খানা বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে সার্বিকভাবে ১৮.৩% খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার হারের তারতম্য লক্ষ কারা যায় (সারণি ৯)। সার্বিকভাবে যেসব খানা বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে তার ৬৮.৮% খানা সেবা গ্রহণ করতে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিয়েছে। এছাড়া ৩৩.৭% খানার ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই খাতে দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর ৫৯.৪% পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবাগ্রহীতা।

**সারণি ৯: প্রতিষ্ঠানভেদে দুর্নীতির শিকার খানার শতকরা হার**

| প্রতিষ্ঠান | দুর্নীতির শিকার খানা (%) | ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ (টাকা) |
|---|---|---|
| বিউবো | ২১.৯ | ১,৫৬২.২ |
| পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড | ১৭.০ | ১,৮৭২.২ |
| ডিপিডিসি | ১৪.২ | ২,৪৩৯.৩ |
| ওজোপাডিকো | ১৩.৫ | ১,৫১৭.৬ |
| ডেসকো | ১১.৩ | ১,০২৫.০ |

**ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ:** বিদ্যুৎ খাতে প্রদত্ত গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ ১,৭২৫ টাকা। সেবাভেদে গড় ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণের ক্ষেত্রে দেখা যায় নতুন সংযোগ গ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ ২৭৮৮.২৫ টাকা ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে।

**সারণি ১০: সেবার ধরনভেদে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ (টাকা)**

| সেবার ধরন | ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ |
|---|---|
| বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য আবেদন | ১,৮৪৩.৪৪ |
| নতুন সংযোগ গ্রহণ | ২,৭৮৮.২৫ |
| মিটার সংযোজন বা পরিবর্তন | ১,৭৭০.৮২ |
| পুনঃসংযোগ গ্রহণ | ১,৩৯০.৫৬ |
| বৈদ্যুতিক উপকরণ পরিবর্তন (মিটার ছাড়া) | ৯৮০.১৪ |
| বিল | ৯৫১.৮৩ |
| মিটার রিডিং | ৭৫৫.১০ |

**চিত্র ১৩: ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ**

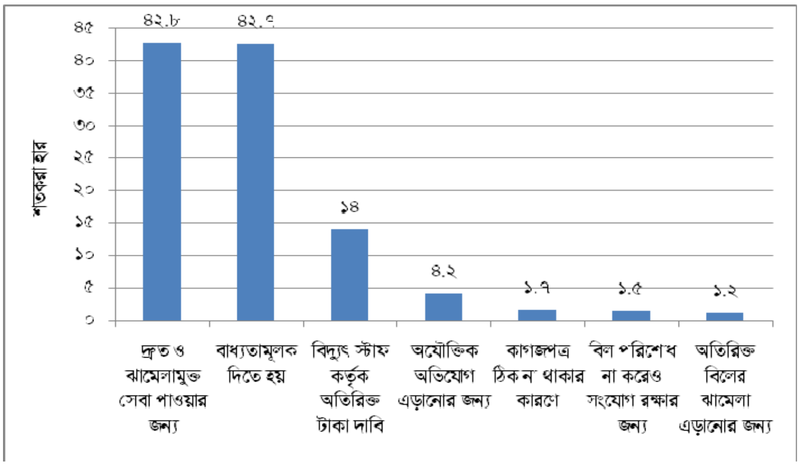


বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা থেকে নেয়া সেবার ধরনভেদে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আবার প্রতিষ্ঠানভেদেও এর তারতম্য লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য ডেসকো থেকে সেবা গ্রহণকারী খানাগুলোকে তুলনামুলকভাবে কম অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। অন্যদিকে ডিপিডিসি থেকে ঘুষের শিকার খানাগুলোকে গড়ে ২,৪৩৯.৩ টাকা এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড থেকে ঘুষের শিকার খানাগুলোকে গড়ে ১,৮৭২.২ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় (সারণি ৯)।

**ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার কারণ:** সংযোগ সংক্রান্ত সেবা নেয়ার সময় যেসব খানাকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে তাদের ৪২.৮% দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য এবং ৪২.৭% খানা বাধ্য হয়ে ঘুষ বা অতিরিক্ত দিয়েছে বলে জানায়।

### ৩.১০ কর ও শুল্ক

জরিপে অন্তর্ভুক্ত খানাগুলোর মাত্র ২.৫% ক্ষেত্রে খানাপ্রধান বা খানার অন্য কোনো সদস্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় কোনো না কোনো কর অফিস হতে টিআইএন রেজিস্ট্রেশন, আয়কর অ্যাসেসমেন্ট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা নিয়েছে। কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে আয়কর সেবা নিয়েছে সবচেয়ে বেশি (৮৫.৩%) খানা। সার্বিকভাবে কর ও শুল্ক সেবাগ্রহণকারী খানার হার গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি। সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে সার্বিকভাবে ১৬.৮% খানা কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা গ্রহণকালে দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়েছে। এই হার শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বেশি।

**দুর্নীতি ও অনিয়মের ধরন:** কর ও শুল্ক সেবা গ্রহণকারী খানার মধ্যে যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের মধ্যে ৭১.৯% ঘুষ দিয়েছে এবং ৩৬.৩% অযথা সময়ক্ষেপণের শিকার হয়েছে। ১৭.৭% খানা অন্যান্য ধরনের অনিয়মের শিকার হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে বেশি কর নির্ধারণ, ক্ষমতার অপব্যবহার।

**চিত্র ১৪: ঘুষ দেওয়ার কারণ (%)**

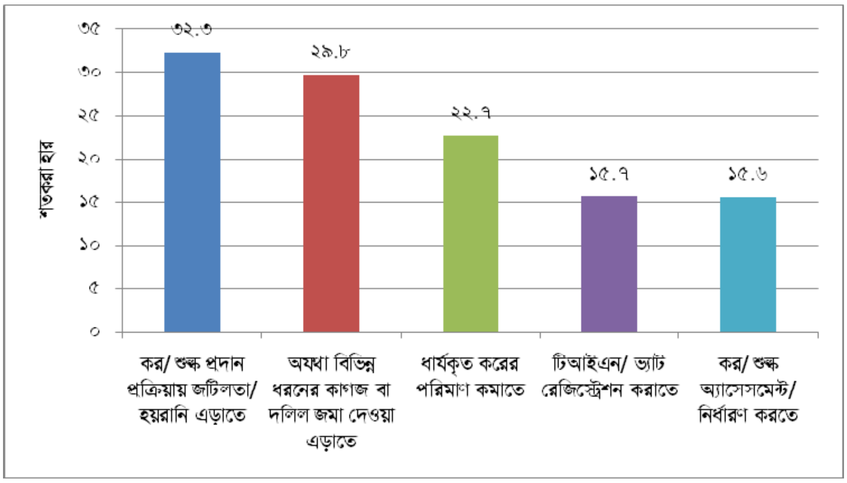


**নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ:** যেসব খানা ঘুষ দিয়েছে তাদের ১৫.৭% টিআইএন/ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে, ১৫.৬% আয়কর/ শুল্ক অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে এবং ৩২.৩% কর/ শুল্ক প্রদান প্রক্রিয়ার কোনো না কোনো ধরনের জটিলতা বা হয়রানি এড়াতে ঘুষ দিয়েছে। কর ও শুল্ক সংক্রান্ত সেবা নিতে যেসকল খানা ঘুষ দিয়েছে তাদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে ৩,৪৮২ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এদের মধ্যে আয়কর সেবা নিতে গড়ে ঘুষ দিতে হয়েছে ৩,৪৭৩ টাকা।

## ৩.১১ ব্যাংকিং

জরিপে অন্তর্ভুক্ত ৪৪.৫% খানার কোনো না কোনো সদস্য ব্যাংক থেকে নির্ধারিত সময়ে সেবা গ্রহণ করেছে। এ খাতে সেবাগ্রহীতাদের ৭.১% বিভিন্ন ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। সেবা নিতে গিয়ে যেসব খানা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তার মধ্যে ৬২.১% সরকারি তফসিলি ব্যাংক, ৩২.৮% কৃষি ব্যাংক ও ৭.৭% বেসরকারি ব্যাংক থেকে দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

**দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন:** দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর ৬০.৬%-কে সেবা পেতে ঘুষ দিতে হয়েছে, ৩৬.২% খানার ক্ষেত্রে সেবা পেতে অতিরিক্ত সময় লেগেছে, এবং ১৪.৮% খানা সেবা প্রদানকারীর নিকট থেকে অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির মধ্যে আংশিক/ ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা (১.৫%), বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও দলিল জমা দেওয়ার জন্য চাপ প্রদান (১.৬%) উল্লেখযোগ্য।

**সারণি ১১: ব্যাংকিং খাতে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি বা হয়রানির হার**

| দুর্নীতি বা হয়রানির ধরন | পল্লি (%) | নগর (%) | সার্বিক (%) |
|---|---|---|---|
| ঘুষ | ৭১.৮ | ৩০.৭ | ৬০.৬ |
| অযথা সময়ক্ষেপণ | ৩১.০ | ৫০.১ | ৩৬.২ |
| সেবা প্রদানে অনীহা/ অসহযোগিতা | ১২.৩ | ২১.৩ | ১৪.৮ |
| ঋণ হতে কমিশন আদায় | ৬.৬ | ১০.৩ | ৭.৬ |
| অযথা বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা দলিল জমা দেয়ার জন্য চাপ দেওয়া | ১.৪ | ২.৩ | ১.৬ |
| আংশিক/ ভুল তথ্য দিয়ে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করা | ২.১ | - | ১.৫ |
| অন্যান্য | ৩.৫ | ১২.১ | ৫.৮ |

**ঘুষের হার ও পরিমাণ:** ব্যাংকিং খাত থেকে যেসব খানা সেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৪.৯% খানাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। শহরাঞ্চলের (১.৬%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে (৭.৫%) এর হার বেশি। গড় ঘুষের পরিমাণ ২,৩১৮ টাকা (গ্রামাঞ্চলে ২,৩৭৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১,৯৬৩ টাকা)।

## ৩.১২ বীমা

জরিপে অন্তর্ভুক্ত ২৪.২% খানার কোনো না কোনো সদস্য বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ করেছে। যেসব খানা বিভিন্ন ধরনের বীমা সেবা নিয়েছে তাদের ৬% খানা হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বীমা প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী দেখা যায় যে দুর্নীতির শিকার খানাগুলোর মধ্যে অধিকাংশই (৯৪.৩%) বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দুর্নীতির শিকার হয়েছে। দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলো জীবন বীমা (৭৮.৯%), সঞ্চয় বীমা (২০.৩%)ও অন্যান্য ধরনের (০.২%) বীমার সেবাগ্রহীতা।

**দুর্নীতি ও হয়রানির ধরন:** দুর্নীতির শিকার খানাগুলো বীমা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একাধিক ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এর মধ্যে কিস্তির টাকা আত্মসাৎ (৫৫%), বিভিন্ন সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বীমা করানো এবং প্রতিশ্রুত সেসব সুবিধা না দেওয়া (৪৭.৮%), বীমার হিসাব খোলার সময় বিভিন্ন শর্ত সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করা (২৬.১%), বীমার দাবি পরিশোধে অতিরিক্ত সময় নেওয়া (১৭.১%), ঘুষ গ্রহণ (৫.৯%) এবং সম্পূর্ণ টাকা না দেওয়া (৫.৪%) উল্লেখযোগ্য।

**চিত্র ১৫: ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত টাকার গড়**

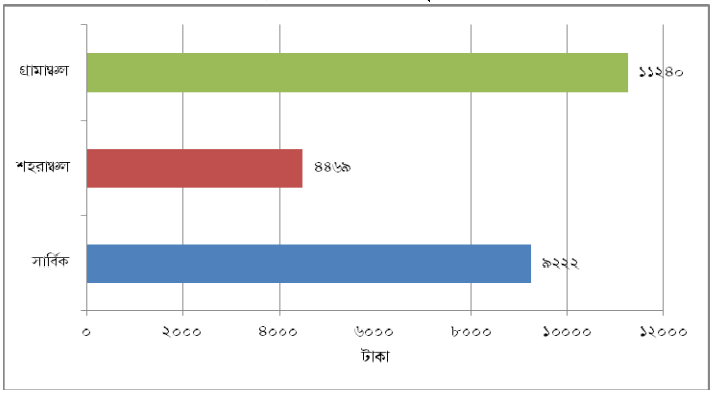


**ঘুষের হার ও পরিমাণ:** যেসব খানা বীমা সেবা নিয়েছে তাদের মধ্যে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিয়েছে ৩.২% খানা। নিয়ম-বহির্ভূত টাকা দেওয়ার হার শহরাঞ্চলের (২.৭%) তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সামান্য (৩.৫%) বেশি। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের গড় ৯,২২২ টাকা (গ্রামাঞ্চলে গড়ে ১১,২৪০ টাকা এবং শহরাঞ্চলে গড়ে ৪,৪৬৯ টাকা)।

### ৩.১৩ এনজিও

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এনজিও খাত সফলতার সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে; সরকারের সম্পূরক ও পরিপূরক হিসেবে অবদান রেখেছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, অবকাঠামো, মানবাধিকার, নারী-অধিকার, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিসহ প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে। এনজিও কাজের ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য খানা জরিপে মূলত ঋণভিত্তিক তথ্য ও তা সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতির ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

**এনজিও হতে গৃহীত সেবা:** জরিপের ৩৭.৯% খানা এনজিও হতে সেবা নিয়েছে। তাদের অধিকাংশ (৮৫.১%) ক্ষুদ্র ঋণ/ ব্যবসায়িক ঋণ নিয়েছে। এছাড়াও তারা সঞ্চয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ত্রাণ, পুনর্বাসন, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্যান্য সেবা নিয়েছে।

**ঋণ সম্পর্কিত তথ্য:** এনজিও হতে ক্ষুদ্রঋণ সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ৬৭.২% খানা জাতীয় পর্যায়ের এনজিও হতে ঋণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া স্থানীয় এনজিও এবং গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে যথাক্রমে ১২.৭% এবং ২৬.৮% খানা। ঋণগ্রহীতা খানার গড় ঋণের পরিমাণ ২২,৫৮৮ টাকা। এর মধ্যে ন্যূনতম ঋণের পরিমাণ ১,০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৭,০০,০০০ টাকা। এই ঋণ নেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে বলেছে ব্যবসা (৪১.৫% খানা), কৃষি কাজ (২৪.৫%), গরু-ছাগল পালন (১৮.৬%), দোকান/ বাড়ি নির্মাণ (৪.১৩%)। এছাড়াও অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে, মৎস্য চাষ, মুরগি পালন, হস্তশিল্প, বনায়ন,মৌ-চাষ, জমি ক্রয় ইত্যাদি।

**ঋণের টাকা ব্যয় এবং পরিবীক্ষণ:** ঋণগ্রহীতা খানার মধ্যে প্রায় ২৩% যে কারণ দেখিয়ে ঋণ নিয়েছিল সেই প্রয়োজনে তা ব্যয় করেনি। এদের মধ্যে প্রায় পারিবারিক প্রয়োজনে (চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থান, বিবাহ ইত্যাদি) ব্যবহার করেছে (৭৪.৮%), ব্যক্তির কাছে থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করেছে (১৩.০৬%), অন্য এনজিও হতে গৃহীত ঋণের কিস্তি শোধ করেছে (৩.৩৬%), উচ্চ সুদে অন্য কাউকে ধার দিয়েছে (১.৪৪%)। অন্যান্য কারণের (৬.২৪%) মধ্যে রয়েছে জমি কেনা, ব্যবসা, মেয়ের বিয়ে,

দোকান/ বাড়ি নির্মাণ, ঘরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র/ আসবাব কেনা, নলকূপ বসানো, পড়ালেখা, বিদেশ যাওয়া, চিকিৎসা, কৃষিকাজ প্রভৃতি। ঋণের টাকা যথার্থ বা প্রকৃত কারণে ব্যয় হল কিনা তা পরিবীক্ষণ করার দায়িত্ব এনজিও কর্তৃপক্ষের হলেও ৫৯.৬% খানা জানায় তারা তা করেনি।

**দুর্নীতি/ অনিয়মের শিকার:** এনজিও সেবা নিয়েছে এমন খানার ৫.০% কোনো না কোনো ধরনের দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে এনজিও'র ধরন ভেদে দুর্নীতি বা অনিয়মের শিকার হওয়ার হার যথাক্রমে জাতীয় পর্যায়ের এনজিও (৬৮% খানা), স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও (১৭.৯% খানা), এবং গ্রামীণ ব্যাংক (২১.৭% খানা)।

এনজিও হতে সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে যারা দুর্নীতির শিকার হয়েছে তাদের ১.৬% নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এছাড়াও তারা অন্যান্য ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেমন কিস্তি যথাসময়ে শোধ না করায় গালিগালাজ/ ভয় প্রদর্শন/ শারীরিক নির্যাতন করে কিস্তি আদায়, কিস্তি যথাসময়ে শোধ না করায় চেয়ারম্যান/ মেম্বার, পুলিশ, মাস্তান দিয়ে জোরপূর্বক কিস্তি আদায়, ঋণের কিস্তি ও লেন-দেন নিয়ে প্রতারণা, ত্রাণ বা পুনর্বাসন প্রাপ্য হলেও তা না পাওয়া, কিস্তি যথাসময়ে শোধ করতে না পারায় গবাদি পশু, আসবাব পত্র প্রভৃতি নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

যেসব খানা ঋণ পেতে অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে তারা গড়ে ৮৩১ টাকা দিয়েছে। কারণ হিসেবে নিয়ম কানুন সম্পর্কে ধারণার অভাব (৪৯.৪%), অপ্রয়োজনীয় সেবা না নিলে ঋণ না পাওয়ার ভয় (২৪.২%), দ্রুত এনজিও সেবা পেতে (১৭.১%), অর্থ বা উপহার না দিলে প্রাপ্য সেবা না পাওয়ার ভয় (১৫.৪%) উল্লেখ করেছে।

### ৩.১৪ অন্যান্য

জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ এর সুনির্দিষ্ট ১৩টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য হিসেবে একটি আলাদা খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য খাতের মধ্যে আছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা যেমন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ), পাসপোর্ট, ডাক বিভাগ, ওয়াসা, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল), এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি, পেনশন উত্তোলন ইত্যাদি ধরনের সেবা।

**সারণি ১২: খাতভিত্তিক অনিয়ম/ দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার**

| প্রতিষ্ঠান/ খাত | অনিয়ম/দুর্নীতির শিকার হওয়ার হার (%) |
|---|---|
| বিআরটিএ | ৬৫.৫ |
| পাসপোর্ট | ৬০.৯ |
| বিটিসিএল | ৫৯.৭ |
| পেনশন | ৩৯.০ |
| গ্যাস | ২৭.৩ |
| বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি | ২২.০ |
| ডাক বিভাগ | ১৮.০ |
| ওয়াসা | ৭.১ |
| অন্যান্য | ৭৫.৭ |

**অন্যান্য খাত হতে সেবা গ্রহণ:** অন্যান্য খাত হতে সেবা গ্রহণ করেছে ১৩.৭% খানা। এর মধ্যে সর্বাধিক ৪.৪% বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-পদোন্নতি ও বদলি, ২.৯% পাসপোর্ট, ২.৯% বিআরটিএ, ১.৯% ওয়াসা, ১.৫% ডাক বিভাগ, ০.৪% পেনশন, ০.৩% বিটিসিএল, ০.৩% গ্যাস, ০.২% রেলওয়ে এবং ০.৮% অন্যান্য সেবা[১৮] গ্রহণ করেছে।

**সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার:** অন্যান্য খাত হতে সেবা গ্রহণকারী খানার ৪১.১% অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনের মধ্যে আছে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়, সময়ক্ষেপণ, প্রতারণা, আত্মসাৎ, জোর করে অর্থ আদায়, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি। খাত-ভিত্তিক অনিয়ম বা দুর্নীতির ধরনের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

**ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ:** অন্যান্য খাত হতে সেবাগ্রহণকারী ৩৪.০% খানাকে গড়ে ১০,১৯৩ টাকা ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ হিসেবে দিতে হয়েছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে গড়ে ৫৬,৬১৯ টাকা, গ্যাস সেবার ক্ষেত্রে গড়ে ৯,০০০ টাকা, পেনশনের ক্ষেত্রে গড়ে ৭,৭৭৯ টাকা, বিআরটিএ-র ক্ষেত্রে গড়ে ৫,২০৪ টাকা, ওয়াসার ক্ষেত্রে গড়ে ৪,৭০০

[১৮] অন্যান্য সেবার মধ্যে আছে এমএলএম কোম্পানি, পশু হাসপাতাল, বাংলাদেশ রুরাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (বিআরডিবি), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা অফিস, বন বিভাগ, উপজেলা পশু সম্পদ অফিস ইত্যাদি।

টাকা, পাসপোর্টের ক্ষেত্রে গড়ে ২,৮৯১ টাকা, ডাক বিভাগের ক্ষেত্রে গড়ে ১,৮৭৯ টাকা, বিটিসিএল এর ক্ষেত্রে গড়ে ১,৭৮৩ টাকা, রেলওয়ের ক্ষেত্রে গড়ে ৬৪১ টাকা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে গড়ে ১৩,৮৭৬ টাকা ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূতভাবে দিতে হয়েছে।

**চিত্র ১৬: খাত-ভিত্তিক ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের গড় (টাকা)**

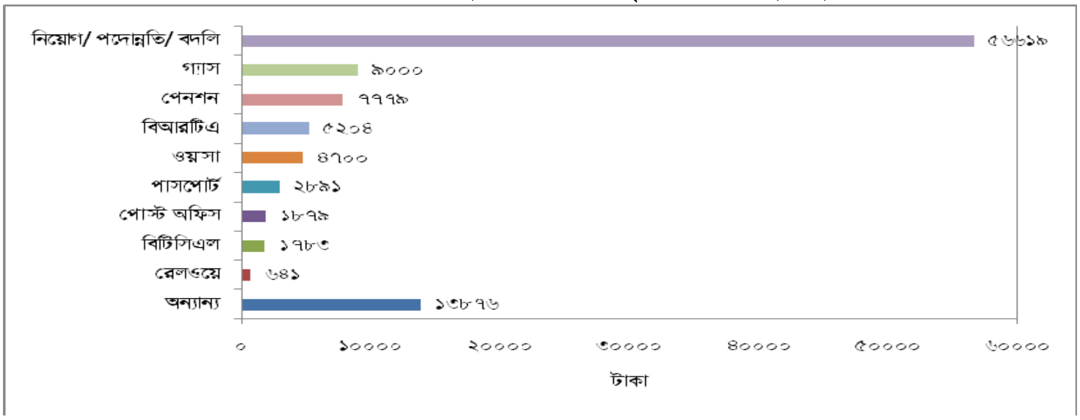


**বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি:** জরিপকৃত ৪.৪% খানা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতি সংক্রান্ত সেবাগ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী ৬১.৯% খানা বেসরকারি, ৩১.৮% খানা সরকারি, ৩.৪% খানা এনজিও, ২.৭% খানা প্রতিরক্ষা বাহিনী, ০.৭% খানা স্বায়ত্তশাসিত এবং ০.৩% খানা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে সেবাগ্রহণ করেছে। যেসব খানা এ সেবা গ্রহণ করেছে তার মধ্যে ৩৪.৮% খানা তৃতীয় শ্রেণী, ২৭.৪% খানা দ্বিতীয় শ্রেণী, ২৫.১% খানা চতুর্থ শ্রেণী, ৯.২% খানা প্রথম শ্রেণী (নন ক্যাডার/প্রাইভেট), ৩.১% খানা প্রথম শ্রেণী (ক্যাডার) এবং ২.৩% খানা অন্যান্য পদে চাকরি করে।

গৃহীত সেবার ধরনের মধ্যে সেবা গ্রহণকারী খানার ৫০.১% চাকরিতে নিয়োগ, ২৬.৯% বদলি ও পদায়ন, ২৩.২% পদোন্নতি এবং ৪.০% অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে। সেবা গ্রহণকারী ২২% খানা অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম বা দুর্নীতির ধরনের মধ্যে স্বজনপ্রীতির শিকার হয়েছে ৩৫.৩% খানা, ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে ৩৩.৮% খানা, রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছে ১৪.০% খানা, এবং অন্যান্য ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে ২৩.৯% খানা।

**পাসপোর্ট:** ২.৯% খানা পাসপোর্ট অফিসের সেবা গ্রহণ করেছে। এসব খানার ৬০.৯% অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান ৯৫.০% খানা, জোর করে অর্থ আদায় ১.৯% খানা, আত্মসাৎ ০.২% খানা, প্রতারণা ২.৮% খানা, সময়ক্ষেপণ ১২.৫% খানা এবং অন্যান্য দুর্নীতির শিকার হয়েছে ০.৬% খানা। ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের কারণের মধ্যে রয়েছে ঝামেলামুক্ত সেবা পাওয়ার জন্য (৫৭.৯%), টাকা দিতে বাধ্য করা (৩১.৯%), দ্রুত ও কম সময়ে সেবা পাওয়া (৩১.৫%), কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক অতিরিক্ত টাকা দাবি (১৪.৪%) এবং অন্যান্য (৪.৪%)।

**বিআরটিএ:** ২.৯% খানা বিআরটিএ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারীদের মধ্যে পরিবহন চালক (প্রাইভেট যান, ভাড়ায় চালিত যান, কোম্পানির যান, সরকারি যান) এবং মালিক (ভাড়ায় দেয়া, প্রাইভেট) আছে। সেবার ধরনের মধ্যে আছে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ, ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, হারানো লাইসেন্সের কপি সংগ্রহ, মটরযান রেজিস্ট্রেশন, মালিকানা/ব্যবসার ঠিকানা বদল, ফিটনেস সনদ, রুট পারমিট, গাড়ির হারানো নথি/সনদ সংগ্রহ, জরিমানা জমা দেয়া, ট্যাক্স টোকেন, গাড়ির কাগজপত্র জমা দেয়া এবং অন্যান্য।

বিআরটিএ সেবাগ্রহণকারী ৬৫.৫% খানা অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হওয়া খানাগুলোর মধ্যে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের শিকার ৯৪.৪%, সময়ক্ষেপণ/বারবার তারিখ পরিবর্তনের শিকার ৩১.৯%, বৈধ/সঠিক নথি/সনদ না পাওয়ার শিকার হয়েছে ০.৮%, ভীতি/চাপ প্রয়োগের শিকার ০.৭%, রেকর্ডবুকে হিসাব/নথি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার শিকার ০.৬%, প্রতারণার শিকার ০.৫% এবং বৈধ/সঠিক লাইসেন্স না পাওয়ার শিকার ০.১%।

ঘুষ বা রশিদ বহির্ভূত টাকা দেওয়ার কারণ হিসেবে ৭১.০% খানা টাকা ছাড়া সেবা না পাওয়া, ৫৩.৪% খানা দ্রুত সেবা পাওয়া, ৪১.৯% খানা সময়মতো সেবা পাওয়া, ৯.৮% খানা নিয়ম কানুন না জানা, ৯.২% খানা পরীক্ষা ছাড়া লাইসেন্স পাওয়া, ০.৯% পরীক্ষা ছাড়া/ হাজির না হয়ে আনফিট গাড়ির ফিটনেস সনদ পাওয়া, ০.১% খানা জরিমানা/ শাস্তির পরিমাণ কমাতে, ০.১% খানা ফাইল স্থানান্তর করা, এবং ৩.৯% খানা অন্যান্য কারণ উল্লেখ করে।

**ওয়াসা:** সামগ্রিকভাবে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী ওয়াসা থেকে **১.৯%** খানা সেবা গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে ঢাকা ওয়াসা থেকে ৬৯.৯%, চট্টগ্রাম ওয়াসা থেকে ৭.৬%, খুলনা ওয়াসা থেকে ৭.৯% এবং রাজশাহী ওয়াসা থেকে ১৪.৬% সেবা গ্রহণ করেছে। সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর মধ্যে ৪১.৩% বিল সংক্রান্ত সেবা, ৩৪.০% নতুন সংযোগের জন্য আবেদন, ১১.৬% মিটার রিডিং সংক্রান্ত সেবা এবং ১৩.১% অন্যান্য সেবা গ্রহণ করেছে। ওয়াসা সেবাগ্রহণকারী ৭.১% খানা কোনো না কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই দুর্নীতির ধরনের মধ্যে আছে ঘুষ বা রশিদ ছাড়া অর্থ প্রদান, বিল সংশোধনে বিলম্ব, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, সময়ক্ষেপণ ইত্যাদি। কিছু কিছু খানা দ্রুত ও ঝামেলামুক্ত সংযোগ পাওয়ার জন্য, পানির গাড়ির মাধ্যমে পানি পাওয়ার জন্য, মধ্যস্থতাকারী বা দালালকে দেওয়ার জন্য ঘুষ বা রশিদ ছাড়া টাকা দিয়েছে।

## ৪. সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নীতি-নির্ধারণী এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য নিচের সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

### ক. প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ

১. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ:** বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যেসব খাতে দুর্নীতির হার বেশি এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব খাতের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, আইন-শৃঙ্খলা, বিচারিক সেবা, শ্রম অভিবাসন, কর্মসংস্থান) সেসব খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চিহ্নিত করে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্যে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে দক্ষতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বাড়াতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বিশেষ করে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের ওপর প্রশিক্ষণ, সংক্ষুব্ধি প্রশমণ কাঠামো তৈরি/ শক্তিশালীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ দক্ষতা বাড়াতে হবে।

৩. **নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন:** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে। এর ভিত্তিতে কঠোর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. **প্রণোদনা:** দুর্নীতি প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার উদ্যোগ নিতে হবে। সেবা খাতে 'প্রয়োজনের তাড়নায় দুর্নীতি' প্রতিরোধে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন-ভাতা নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে সেবাদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার ও তিরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. **সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি:** প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, যেন সেবাগ্রহীতার সাথে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাস পায়। যেসব সেবা খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সুফল পাওয়া গেছে (যেমন পাসপোর্ট, আয়কর রিটার্ন দাখিল) সেসব খাতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে অন্যান্য খাতেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনলাইন / ওয়ান স্টপ সেবা চালু করতে হবে।

৬. **'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' ও 'তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন ২০১১' এর কার্যকর বাস্তবায়ন:** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের অন্যতম উপায় তথ্যে অভিগম্যতা। সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯' এর কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে যেন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও তথ্যের উন্মুক্ততার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতার তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হয়। একইসাথে তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইন প্রয়োগে প্রচারণা ও প্রণোদনাসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

৭. **নাগরিক সনদের বাস্তবায়ন:** প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদের কার্যকর বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদ সেবাগ্রহীতাদের জন্য সহজপ্রাপ্য করতে হবে। অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৮. **সেবা প্রদান পর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি:** সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশিত করা, সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতার মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি এবং সেবার ধরন ও মান নির্ধারণে স্থানীয় জনগণের উত্তরোত্তর অধিকতর অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

### খ. নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে উদ্যোগ

৯. **আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা:** আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ) সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করতে হবে, এবং এজন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিশেষ করে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দুর্নীতি যে পর্যায়ের ও মাত্রারই হোক না কেন, তা যে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তা আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১০. **দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের তদারকি বৃদ্ধি:** দুর্নীতি প্রতিরোধে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে সক্রিয় হতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাভুক্ত সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়মিত পর্যালোচনা এবং তার প্রতিকারে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি সরকারি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে তদারকি দল গঠন করতে হবে।

১১. **জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন বাস্তবায়ন:** জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধে কনভেনশনের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে সব অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে। দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুযায়ী জনগণ এবং সচেতন সমাজের ভূমিকা (অনুচ্ছেদ ১৩) পালনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, এবং জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

১২. **স্বাধীন ও শক্তিশালী দুদক:** দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন সকল প্রকার প্রভাবের ঊর্ধ্বে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে বাস্তবে কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে এর সক্ষমতা, জনবল, ও সম্পদ বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের পেশাগত উৎকর্ষ ও সততা বৃদ্ধি এবং দৃঢ়তা ও স্বাধীনতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য প্রশিক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দুর্নীতি দমনের জন্য অপরিহার্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর কোনো প্রকার ঘাটতির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রয়োজনে অপসারণসহ যাচাই (স্ক্রিনিং) করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এরূপ পদক্ষেপের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে অনুরূপ মাপকাঠি নিশ্চিত করে দুদকের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে।

## গ. সচেতনতা, প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি

১৩. **নাগরিক সমাজের প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি:** সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সেবা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে। বিভিন্ন সামাজিক জবাবদিহিতার টুলস (যেমন উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা, রিপোর্ট কার্ড জরিপ, স্কোর কার্ড, সততার অঙ্গীকার) ব্যবহার করার মাধ্যমে এই ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. **গণমাধ্যমের ভূমিকা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরিতে গণমাধ্যমগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা আইনের আওতায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশকারী সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ প্রণোদনা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। অন্যদিকে দুর্নীতির প্রতিবেদন প্রকাশে গুণগত মান নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমগুলোর নিজস্ব নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১৫. **অব্যাহত গবেষণা ও পলিসি অ্যাডভোকেসি:** সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে দুর্নীতির গতি-প্রকৃতি গভীরভাবে অনুধাবনের জন্যে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যাতে ভবিষ্যতে দুর্নীতি অব্যাহতভাবে কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ আরও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পলিসি অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রাখতে হবে।

সর্বোপরি কারও প্রতি ভয়, করুণা ও পক্ষপাতিত্বের ঊর্ধ্বে থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

# পরিশিষ্ট

## পরিশিষ্ট ১: বিভাগ ভেদে প্রাক্কলিত নমুনার বিন্যাস

| বিভাগ | পল্লি | পৌর/ সিটি কর্পোরেশন[১৯] | মহানগর | সার্বিক |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৯০০ | ৩৮০ | ৪৮০ | ১৭৬০ |
| চট্টগ্রাম | ৬৮০ | ২৮০ | ২৮০ | ১২৪০ |
| রাজশাহী | ৬৬০ | ২২০ | ১২০ | ১০০০ |
| খুলনা | ৫৮০ | ২৪০ | ২০০ | ১০২০ |
| বরিশাল | ৪৪০ | ১৮০ | - | ৬২০ |
| রংপুর | ৫৪০ | ২৬০ | - | ৮০০ |
| সিলেট | ৪০০ | ১৬০ | - | ৫৬০ |
| **মোট খানা** | **৪২০০** | **১৭২০** | **১০৮০** | **৭০০০** |

## পরিশিষ্ট ২: বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নেওয়া খানার শতকরা হার

| খাত | হার (%) | Standard Error | Relative Error[20] |
|---|---|---|---|
| স্বাস্থ্য (n=৫৯৫০) | ৭৯.৯ | ১.১ | ১.৪ |
| শিক্ষা (n=৫৩৫০) | ৭১.২ | ০.৯ | ১.৩ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=৩৭৭৮) | ৪৭.৬ | ১.০ | ২.১ |
| বিদ্যুৎ (n=৩৯৭৭)) | ৪৫.৫ | ২.৭ | ৫.৯ |
| ব্যাংকিং (n=৩১৭৫) | ৪৪.৫ | ২.২ | ৪.৮ |
| এনজিও (n=৩০৮৪) | ৩৭.৯ | ১.৫ | ৩.৯ |
| কৃষি (n=২৬৯৫) | ৩২.০ | ২.৩ | ৭.৩ |
| বীমা (n=১৯৫৯) | ২৪.২ | ১.৩ | ৫.৩ |
| ভূমি প্রশাসন (n=১২৮১) | ১৬.৬ | ০.৯ | ৫.৫ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৬৬৫) | ৯.২ | ০.৬ | ৬.৩ |
| বিচারিক সেবা (n=৬৩৫) | ৮.৬ | ০.৫ | ৬.১ |
| শ্রম অভিবাসন (n=২২৬) | ৩.২ | ০.৩ | ১০.৮ |
| কর ও শুল্ক (n=২৩৫) | ২.৫ | ০.৪ | ১৫.৩ |
| অন্যান্য (n=৯৩২) | ১৩.৭ | ১.১ | ৭.৭ |
| **সার্বিক (n=৭৫৩৪)** | **৯৯.৭** | **০.১** | **০.১** |

** শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে*

---

[১৯] মহানগর বাদে অন্যান্য পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন।

[২০] Standard Error (SE) আনুমানিক proportion-এর কত অংশ তা শতকরা হারে RE নামে প্রকাশ করা হয়।

**পরিশিষ্ট ৩: বিভিন্ন খাতে দুর্নীতির শিকার হওয়া খানার শতকরা হার**

| খাত | হার (%) | Standard Error | Relative Error |
|---|---|---|---|
| শ্রম অভিবাসন (n=১৮০) | ৭৭.০ | ৩.৮ | ৫.০ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪৮৩) | ৭৫.৮ | ২.৬ | ৩.৫ |
| ভূমি প্রশাসন (n=৭২৫) | ৫৯.০ | ২.১ | ৩.৫ |
| বিচারিক সেবা (n=৩৫০) | ৫৭.১ | ২.৮ | ৪.৯ |
| স্বাস্থ্য (n=১১৫৮) | ৪০.২ | ২.২ | ৫.৫ |
| শিক্ষা (n=২১৫২) | ৪০.১ | ২.০ | ৪.৯ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=১০৫৭) | ৩০.৯ | ২.০ | ৬.৩ |
| কৃষি (n=৬২৪) | ২০.৪ | ১.৬ | ৮.০ |
| বিদ্যুৎ (n=৬৮৩) | ১৮.৩ | ১.২ | ৬.৫ |
| কর ও শুল্ক (n=৩৯) | ১৬.৮ | ৩.৩ | ১৯.৬ |
| ব্যাংকিং (n=২৩০) | ৭.১ | ১.১ | ১৫.৬ |
| বীমা (n=১২২) | ৬.০ | ০.৯ | ১৫.৭ |
| এনজিও (n=১৫৪) | ৫.০ | ০.৬ | ১২.৪ |
| অন্যান্য (n=৩৬৫) | ৪১.১ | ৩.৫ | ৮.৫ |
| **সার্বিক (n=৪৭৬৬)** | **৬৩.৭** | **২.০** | **৩.১** |

** শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে*

**পরিশিষ্ট ৪: বিভিন্ন সেবা খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানার শতকরা হার**

| খাত | হার (%) | Standard Error | Relative Error |
|---|---|---|---|
| শ্রম অভিবাসন (n=১৮০) | ৭৭.০ | ৩.৮ | ৫.০ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪১১) | ৬৬.৯ | ২.৭ | ৪.০ |
| ভূমি প্রশাসন (n=৬৫৯) | ৫৪.৮ | ২.২ | ৪.১ |
| বিচারিক সেবা (n=২৩৮) | ৩৮.১ | ৩.০ | ৭.৯ |
| শিক্ষা (n=১৬৪৮) | ৩০.৭ | ১.৮ | ৬.০ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=৭৮৫) | ২৫.৫ | ১.৯ | ৭.৩ |
| স্বাস্থ্য (n=৫৩৫) | ২১.৫ | ২.৬ | ১২.০ |
| কৃষি (n=৫০০) | ১৬.২ | ১.৬ | ১০.০ |
| কর ও শুল্ক (n=৩৩) | ১২.৪ | ২.৪ | ১৯.৪ |
| বিদ্যুৎ (n=৪৪৩) | ১২.০ | ০.৯ | ৭.২ |
| ব্যাংকিং (n=১৬৪) | ৪.৯ | ১.০ | ২০.০ |
| বীমা (n=৬০) | ৩.২ | ০.৬ | ১৮.১ |
| এনজিও (n=৩৭) | ০.৪ | ১.৬ | ২৪.৬ |
| অন্যান্য (n=২৯৩) | ৩৪.০ | ৩.৪ | ৯.৯ |
| **সার্বিক (n=৩৮৯৫)** | **৫৩.৩** | **২.১** | **৩.৯** |

** শতকরা হারসমূহ সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে*

**পরিশিষ্ট ৫: বিভিন্ন খাতে ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানকারী খানাগুলোর প্রদত্ত গড় ঘুষ বা নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ**

| খাত | গড় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা) | Standard Error | Relative Error |
|---|---|---|---|
| শ্রম অভিবাসন (n=১৮০) | ১৯৯৬৭৬ | ১১৬৩৪ | ৫.৮ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা (n=৪১১) | ৭০৮০ | ১৪২১ | ২০.১ |
| ভূমি প্রশাসন (n=৬৫৯) | ৭৮০৭ | ১৭১৯ | ২২.০ |
| বিচারিক সেবা (n=২৩৮) | ১১৭১১ | ২৫২২ | ২১.৫ |
| শিক্ষা (n=১৬৪৮) | ১০০ | ১০ | ১০.০ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (n=৭৮৫) | ৩৯৬ | ৯৩ | ২৩.৫ |
| স্বাস্থ্য (n=৫৩৫) | ২৫৮ | ৩৯ | ১৫.১ |
| কৃষি (n=৫০০) | ২৪৫ | ২৯ | ১১.৮ |
| কর ও শুল্ক (n=৩৩) | ৩৪৮২ | ৭৩২ | ২১.০ |
| বিদ্যুৎ (n=৪৪৩) | ১৭২৫ | ১৫৬ | ৯.০ |
| ব্যাংকিং (n=১৬৪) | ২৩১৮ | ৪২২ | ১৮.২ |
| বীমা (n=৬০) | ৯২২২ | ৩৪৩০ | ৩৭.২ |
| এনজিও (n=৩৭) | ৮৩১ | ২০০ | ২৪.১ |
| অন্যান্য (n=২৯০) | ১০১৯৩ | ৩০১০ | ২৯.৫ |
| **সার্বিক (n=৩৮৯৫)** | **১৩০৮৪** | **১১৬৬** | **৮.৯** |

** সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে*

**পরিশিষ্ট ৬: বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নেওয়া নারী-পুরুষ ভেদে দুর্নীতির হার (%)***

| খাত | নারী | পুরুষ |
|---|---|---|
| স্বাস্থ্য | ৩৪.১ | ৩৬.৪ |
| শিক্ষা | ২৪.৬ | ২১.৪ |
| স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান | ৩৪.৫ | ২৭.৪ |
| বিদ্যুৎ | ২১.৮ | ১৭.৮ |
| ব্যাংকিং | ৬.৪ | ৬.০ |
| এনজিও | ৫.১ | ৪.৬ |
| কৃষি | ১০.৯ | ২০.৯ |
| বীমা | ৪.৯ | ৫.৮ |
| ভূমি প্রশাসন | ৫৪.৭ | ৫৮.৯ |
| আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা | ৫০.৪ | ৭৭.৭ |
| বিচারিক সেবা | ৩৮.৯ | ৫৯.৫ |
| শ্রম অভিবাসন | ৮৫.৭ | ৭৬.৯ |
| কর ও শুল্ক | ৬.৩ | ১৭.১ |
| অন্যান্য | ৩৪.১ | ৪১.৯ |
| সার্বিক | ২৬.৮ | ৩৫.৬ |

** সমন্বয় করা হয়েছে ভর দিয়ে*

**পরিশিষ্ট ৭: প্রাক্কলন**

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসাব অনুযায়ী, জুলাই ২০১২ এ প্রাক্কলিত জনসংখ্যা ১৫.২৫১ কোটি[২১]। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ ধরা হয়েছে। যেহেতু খানা জরিপের সেবা গ্রহণের সময়কাল মে ২০১১ হতে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত, তাই বাংলাদেশে এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত মোট খানার প্রক্কলিত জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৫.১২০ কোটি।

[২১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র তথ্য অনুযায়ী (১৫ মার্চ ২০১১ পর্যন্ত) বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা ৩.১৮ কোটি। বিস্তারিত: http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/Census2011/Bangladesh_glance.pdf.